ইতিহাসে ব্যক্তির স্থান প্রসঙ্গে

জি. প্লেখানভ

ইতিহাসে ব্যক্তির স্থান প্রসঙ্গে

জি প্লেখানভ্

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

Bengali translation of
ON THE QUESTION OF THE
INDIVIDUAL'S ROLE IN HISTORY
G. Plekhanov

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৮৭

প্রকাশক
সলিল কুমার গাঙ্গুলি
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক ঃ
শ্রীদুলাল দাশগুপ্ত
ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৫, মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০১২

প্রচ্ছদ
শ্রীগণেশ বসু

দাম ঃ সাড়ে তিন টাকা

ইতিহাসে ব্যক্তির স্থান প্রসঙ্গে

॥ এক ॥

সত্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রয়াত কাব্লিংজ্, একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। 'প্রগতির বিষয় হিসেবে বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়সমূহের ভূমিকা' শীর্ষক এই প্রবন্ধে, তিনি স্পেনসারের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে, মানবজাতির প্রগতির প্রশ্নে ইন্দ্রিয়ানুভূতির মুখ্য ভূমিকা রয়েছে বলে দাবি করেন। এই প্রসঙ্গে, মনের ভূমিকার দাবি তিনি সরাসরি নাকচ করে দেন, 'গৌণ' বলে ; তাঁর মতে, এই মননের ভূমিকা, নিছক তল্পিবাহকের ভূমিকা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। জনৈক 'সম্ভ্রান্ত সমাজতত্ত্ববিদ'[১] কাব্লিংজ্-এর এই প্রবন্ধের জবাব দিয়েছেন। তাঁর জবাবী রচনায় কতকটা কৌতুক ও বিস্ময়ের পরিচয় ছিল। বুদ্ধিবৃত্তি ও মননের ভূমিকাকে, কাব্লিংজ্-এর তত্ত্ব যেভাবে দাসত্বের স্তরে টেনে নামিয়েছে, তাতে সেই 'সম্মানিত সমাজতত্ত্ববিদে'র পক্ষে এই বিস্ময়বোধ স্বাভাবিক ছিল। বলাবাহুল্য আমাদের সুপরিচিত সেই সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়ের রচনায়, মননের পক্ষাবলম্বনের কাজটি সমর্থনযোগ্য ; কিন্তু, তিনি আরও যথার্থ হতে পারতেন যদি, কাব্লিংজ্ কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নের সারবস্তুটির মধ্যে না গিয়েও তিনি দেখাতেন, তাঁর সামগ্রিক উপস্থাপনাটিই কী পরিমাণ অসম্ভব আর বিবেচনার অযোগ্য ছিল। সত্যি বটে, আসলে ঐ 'প্রগতির বিষয়গুলির তত্ত্ব' বেশ ভাসাভাসা ধরনের কারণ, জীবনের কতগুলো দিক বেশ এলোমেলোভাবে, অপরিকল্পিত উপায়ে, নিজের খেয়ালখুশি মতো বেছে নেওয়া হয়েছে এতে। কাব্লিংজ্ যেন সেসব দিক পৃথক সত্তা হিসেবে দাঁড় করিয়ে, সেগুলোকে রূপান্তরিত করতে চান এক বিশেষ ধরনের শক্তিতে। তাঁর মতে, ঐসব রূপান্তরিত শক্তি, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অসম সফলতার সঙ্গে, প্রগতির পথে সামাজিক মানুষকে এগিয়ে থেকে প্রেরণা দিয়া থাকে। কিন্তু এই তত্ত্ব, কাব্লিংজ্-এর উপস্থাপনার দোষে, আরও অস্পষ্ট ও ভাসা-ভাসা হয়ে উঠেছে, সামাজিক মানুষের কার্যাবলীর নানাদিকের পরিবর্তে ব্যক্তিমানসের বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতকে এক বিশেষ সমাজতাত্ত্বিক সত্তার দাঁড় করানোর হাস্যকর প্রচেষ্টার জন্য। এটা অবশ্যই, বিমূর্তন ক্রিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ; কোন মানুষের পক্ষে, বিমূর্তনের ব্যাপারে, এর বেশি এগোনো সম্ভব নয়। কারণ, এটা ছাড়িয়ে গেলে, এক অসম্ভব রকমের উদ্ভট, অবাস্তব কল্পরাজ্যের মজাদার পরিবেশে

আমরা পেঁাছে যাবো। কাব্‌লিংজ্‌ এবং তাঁর পাঠকদের মনোযোগ ঠিক এই দিকটার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত ছিল সেই সম্মানিত, সমাজতত্ত্ববিদের আলোচনায়। ইতিহাসের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আবিষ্কারের চেষ্টায় রত থেকে কাব্‌লিংজ্‌-এর বিমূর্তন-ক্রিয়ার পরিধি নির্ণয় করতে গিয়ে সেই 'সম্মানিত সমাজতত্ত্ববিদ' আর একটা পথের সন্ধান পেয়ে যেতে পারতেন। ঐ 'বিষয়সমূহের তত্ত্বে'র সমালোচনামূলক রচনায় তিনি কিছু মৌলিক অবদান রেখে যেতে পারতেন। এই সময়ে, আমাদের সকলের কাছে এটা বেশ কাজের কাজ হতো; কিন্তু তিনি ব্যর্থ হলেন। কারণ, তিনি নিজেই ঐ তত্ত্বের পরিপোষক। কাব্‌লিংজ্‌-এর সঙ্গে তাঁর তফাত এই জায়গায় শুধু; **সর্ব-গ্রাহিতার** (eclecticism) প্রতি তাঁর এক স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে। ঠিক এই কারণেই, তাঁর কাছে, প্রগতির সমস্ত উপাদানই সমভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর মননধারার সর্বংসহ ও সর্বগ্রাহী প্রকৃতি, পরবর্তীকালে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে লক্ষণীয়ভাবে অভিব্যক্ত হলো। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তত্ত্বের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছেন প্রগতির, 'অর্থনৈতিক উপাদানের' হাঁড়ি-কাঠে অন্যসব উপাদানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ এবং ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকাকে সরাসরি উপেক্ষার চিহ্ন। সেই সম্মানিত ভদ্রমহোদয়ের মনে একবারও উদয় হয়নি যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সঙ্গে ঐ 'উপাদানসমূহ'-এর তত্ত্বের কোনপ্রকার আত্মিক সম্পর্ক নেই এবং শুধুমাত্র যুক্তিমুখিতার নিতান্ত অভাব-ই পূর্বোল্লিখিত তত্ত্বে অনাসক্ত প্রশান্তচিত্তে আধ্যাত্মিক ধ্যানের মধ্যে **আত্মসমর্পণবাদের** বীজ দেখতে সকলকে সাহায্য করে। প্রসঙ্গক্রমে এটা বলা যেতে পারে যে আমাদের 'সম্ভ্রান্ত সমাজতত্ত্ববিদের' এই মারাত্মক ভুলে কোন নতুন কিছু নেই; অনেকেই একাজ করেছে এবং এখনো বহুলোকে ক্রমাগত এই ভুল করে চলেছে এবং সম্ভবত করে যাবে……।

বস্তুবাদীদের বিরুদ্ধে আত্মসমর্পণবাদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ নতুন কোন ঘটনা নয়; ইতিহাস ও প্রকৃতি সম্পর্কিত দ্বন্দ্বমূলক ধারণাটি চিন্তাজগতের বিবর্তনের পথে উদয়ের বহু আগে থেকেই এর সূত্রপাত। ফেলে আসা দিনগুলোর অতলান্ত প্রদেশে ডুব না দিয়েই, আমরা স্মরণ করতে পারি, বিখ্যাত ইংরেজবিজ্ঞানী প্রিস্টলি ও প্রাইসের মধ্যেকার বিতর্ক। প্রিস্টলির তত্ত্বের বিশ্লেষণকালে, প্রাইস্‌ নানান আলোচনার ফাঁকে, এক বিচিত্র সিদ্ধান্তে আসতে চাইলেন: বস্তুবাদের সঙ্গে স্বাধীনতার ধারণার কোন সামঞ্জস্য নেই এবং ব্যক্তির পক্ষ থেকে স্বাধীন ক্রিয়াকলাপের কোন অবকাশ-ই এখানে আশা করা বৃথা। এর জবাবে, প্রিস্টলি দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ টানলেন। 'নিজের কথা না বলেও এ' সত্যে নিশ্চিতভাবে পেঁাছনো যাবে,

আমি আর যাই হই না কেন, নিশ্চয়ই তাবৎ জীবের মধ্যে সব চাইতে নিস্পন্দ, প্রাণহীন কোন বস্তু তো নই। ডঃ প্রাইস্ কী নিশ্চিতভাবে, যাঁদের তিনি অনিবার্যতাবাদী বলে জানেন, তাঁদের মধ্যে আর কোথাও কি মনের আরও বড় মাপের উদ্যোগ, আরও উদ্দম ক্রিয়াশীলতা, নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস[২] * লক্ষ্য করেছেন কি? প্রিস্টলির মনে খ্রীষ্টান অনিবার্যতাবাদী নামে সুপরিচিত এক ধর্মপ্রাণ গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীর প্রভাব ছিল, আমাদের অবশ্য জানা নেই। এই ধরনের সম্প্রদায় ঠিক ততটা সক্রিয় ছিলেন কিনা, যতটা প্রিস্টলি ভেবেছেন। তিনি অবশ্য এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু এখানে এই ব্যাপারটা অপ্রাসঙ্গিক। মানুষের ইচ্ছা বিষয়ে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মানুষের সেই ইচ্ছার বস্তুবাদী ধারণার সঙ্গে সব চাইতে উদ্যোগপূর্ণ বাস্তব ক্রিয়াকর্মের এক নিবিড় সংযোগ ও সামঞ্জস্য রয়েছে। গুস্তাভ্ ল্যানসন্ এক সময় মন্তব্য করেছিলেন যে "মানব ইচ্ছার প্রতি সব চাইতে বড় বড় দাবি উত্থাপনকারী সমস্ত তত্ত্বই নীতিগতভাবে একটা সিদ্ধান্তে আঁকড়ে থাকে; ইচ্ছার চূড়ান্ত প্রয়োগে মানুষের বিস্ময়কর ক্ষমতা রয়েছে; সে'সব তত্ত্ব নীতিগতভাবে ইচ্ছার সৃজনশীলতার অভাবকে বড় করে দেখে। ফলে, তারা ইচ্ছার স্বাধীনতাকে খারিজ করে দিয়ে গোটা পৃথিবীকে নিয়তিবাদের কোলে ঘুম পাড়িয়ে রাখে।"** ল্যানসন্ এখানে একটা বিরাট ভুলের ফাঁদে জড়িয়ে গেছেন। তাঁর চিন্তায়, ইচ্ছার স্বাধীনতা বলে কথিত যে কোন বিষয়ের নিরাকরণের (Negation) পরিণতি নিয়তিবাদের দিকে। কিন্তু এই ভুল তাঁকে একটা চমকপ্রদ আকর্ষণীয় ঘটনার পর্যবেক্ষণের সুযোগ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। সত্যি কথা বলতে কি, ইতিহাস বহুবার সাক্ষ্য দিয়েছে যে নিয়তিবাদ ও সর্বক্ষেত্রেই বাস্তব কর্মযোগের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দেখা দেয়নি। বিপরীতক্রমে, নির্দিষ্টযুগে, কালভেদে, ঐ ধরনের ক্রিয়াকর্মে নিয়তিবাদ মনস্তত্ত্বসম্মত অপরিহার্য ভিত্তি রচনা করে।

এর প্রমাণস্বরূপ, আমরা পিউরিটানদের প্রসঙ্গ এখানে আনছি। সপ্তদশ শতকের বিলেতে কর্মরত সমস্ত পার্টির চাইতে উদ্যমে, নিষ্ঠায় এই পিউ-

---

* আঠারো শতকের একজন ফরাসী দেশীয় ব্যক্তি বস্তুবাদ ও ধর্মীয় অনুশাসনের এই সংযুক্তিতে রীতিমতো বিস্মিত হয়েছেন। ইংল্যান্ডে অবশ্য এতে কেউ বিস্মিতবোধ করতেন না। প্রিস্টলি নিজেও খুব ধর্মভীরু ছিলেন। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন আচার প্রবচনে যেমন বলে!

** তার দ্বারা রচিত "হিস্ট্রি অফ্ দি ফ্রেঞ্চ লিটারেচারের" রুশ অনুবাদ পড়ুন, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫১১।

রিটানেরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। এই প্রসঙ্গে, মহম্মদের অনুগামীদের কথাও উল্লেখ করতে হয়। এঁরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে, ভারতবর্ষ থেকে স্পেন পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একাধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

যাঁরা আমাদের মধ্যে এটা চিন্তা করতে অভ্যস্ত যে একটা সুনির্দিষ্ট ঘটনাপ্রবাহের আবশ্যকতা সম্পর্কে সচেতনতা, মনস্তাত্ত্বিক কারণে, এটাকে সহায়তা বা বিরোধিতা করতে আমাদের অক্ষম করে তোলে, তারা বিশ্রীরকমের ভুলের পাঁকে জড়িয়ে পড়েছেন।*

ঠিক এই ব্যাপারটায় প্রতিটি বিষয় নির্ভর করছে আমার নিজের কার্য-কলাপ, সেই ঘটনাপ্রবাহে একটা অপরিহার্য যোগসূত্র রচনা করতে পারছে কিনা, তার ওপর। যদি সত্যি সত্যি তাই ঘটে থাকে, আমার দ্বিধাগ্রস্ততার পরিসর ততো কমে যাবে এবং আমার আচরণেও আরো দৃঢ়তা আসবে। এর মধ্যে বিস্ময়কর কিছু নেই: আমরা যখন বলি, একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি প্রয়োজনীয় ঘটনাপ্রবাহে তার কার্যকলাপ এক অপরিহার্য যোগসূত্র রচনা করতে পারছে বলে মনে করছে, এর অর্থ হলো এই যে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই ব্যক্তিটির কাছে ইচ্ছার স্বাধীনতার অভাব এবং নিষ্ক্রিয়তাজনিত অক্ষমতা মোটা-মুটিভাবে সমার্থক। এবং ইচ্ছের স্বাধীনতার অভাব তার মনে প্রতিফলিত হয়, সে যা করছে, তার থেকে ভিন্নতর উপায়ে কাজ করার অসম্ভাব্যতারূপে। লুথারের বহুল প্রচারিত কথাগুলির মধ্যেই, মনের এই বিশেষ অবস্থানটির অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়: "Hier steheich, ich kann nicht anders"** এবং অভিনন্দনযোগ্য হল সেসব কাজ, যা মানুষেরা করে থাকে সব চাইতে

---

* এটা তো অত্যন্ত সাধারণ জ্ঞানের বিষয় যে ক্যালভিনের তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষের সকল কাজই ঈশ্বর কর্তৃক পূর্বনির্দিষ্ট। "পূর্ব নিরূপণ বলতে আমরা বুঝি ঈশ্বরের আদেশকে, প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে যা ঘটার, তা সেভাবেই নির্ধারিত।" (Calvin, Institutio Lib III Cap 5) এই একই তত্ত্ব অনুযায়ী—অন্যায়ভাবে শোষিত জাতি-গুলিকে মুক্ত করার জন্য ঈশ্বর তাঁর মনোনীত বিশেষ বিশেষ সেবাদাসদের মনোনীত করেন। এরকম একজন ছিলেন মুসা। তিনি মুক্ত করেছিলেন ইস্রায়েলকে। সমস্ত তথ্য থেকে দেখা যায় ক্রমওয়েলও নিজেকে ঈশ্বরের অনুরূপ একটি যন্ত্র বলেই নিজেকে মনে করতেন: ভগবানের ইচ্ছারই পরিণাম হলো তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপ—একথা তিনি সর্বদা বলতেন এবং খুব সম্ভব একান্ত আন্তরিকভাবেই এ বিষয়ে তিনি স্থির নিশ্চয় ছিলেন। তাঁর কাছে তাঁর সমস্ত কার্যকলাপই পূর্ব নির্ধারিত ভবিতব্যতা দ্বারা অনুরঞ্জিত ছিল। কিন্তু তাতে করে জয়ের পর জয়ের জন্য তাঁর প্রচেষ্টায় কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়নি; বরং এর ফলে এই চেষ্টাগুলোতে অদম্য এক শক্তিই সঞ্চারিত হয়েছিল।

** আমার অবস্থান এখানেই; অন্যথা আমি করতে পারি না।

ভয়ালসুন্দর উদ্যোগ ও প্রাণশক্তি দিয়ে। সম্পাদন করে, আশ্চর্যজনক মনোমুগ্ধকর সৃষ্টিশীল কর্মপ্রবাহ। মনের সেই বিশেষ অবস্থানটির কথা হ্যামলেটের অজানা ছিল এবং এরই পরিণাম হলো নৈরাশ্য ও বিষাদময় স্মৃতির রোমন্থনে তার সীমাহীন পারদর্শিতা। সেকারণে হ্যামলেট কখনো একটা বিশেষ দর্শন গ্রহণ করতে পারতেন না,—যে দর্শনের, প্রকৃত অর্থে, স্বাধীনতা, শুধুমাত্র, আবশ্যকতাকে সচেতনায় রূপান্তরের একটা প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা চলে। ফিকটে নামে জার্মান দার্শনিক যথার্থই বলেছেন—"মানুষ যেমন, তেমনি তার দর্শন।"

॥ দুই ॥

বেশ কিছু ভদ্রমহোদয় এখানে আগ্রহভরে, বিপুল উৎসাহে, স্ট্যামলারের একটা মন্তব্য বেমালুম হজম করে নিয়েছেন। মন্তব্যটা ছিল, কোন এক পশ্চিম ইউরোপীয় সামাজিক-রাজনৈতিক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বহুল প্রচারিত বৈরীমূলক একটি দ্বন্দ্বপ্রসঙ্গে। আমরা এখানে, প্রসঙ্গক্রমে, চন্দ্রগ্রহণের উদাহরণটির (স্ট্যামলার-প্রদত্ত) কথা বলছি। প্রকৃতপক্ষে, এই উদাহরণটি এখানে মোটেই ধোপে টেঁকে না। মানবিক ক্রিয়াকলাপ, চন্দ্রগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট সর্তসমূহের মধ্যে পড়ে না এবং কখনো তা হয় না। ঠিক এই কারণেই, চন্দ্রগ্রহণের কাজটি ত্বরান্বিত করার জন্য গঠিত যে কোন পার্টির জন্ম ও স্থিতি শুধুমাত্র পাগলাগারদে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, মানবিক ক্রিয়াকলাপ, ঐ সমস্ত সর্তের মধ্যে যদি স্থান পেত। প্রাকৃতিক ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে উৎসাহী ব্যক্তিদের মধ্যে যারা, তাদের সাহায্য ছাড়াই এর অবশ্যম্ভাবিকতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত, তারা কেউ-ই ঐ চন্দ্রগ্রহণ পার্টিতে যোগদান করবে না। এই ক্ষেত্রে, তাদের আত্মসমর্পণবাদ (Quietism)-এর অর্থ হলো, অনাবশ্যকতা থেকে নিবৃত্তি অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় প্রয়াস থেকে হাত ওঠানো, এবং সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে, সত্যিকারের আত্মসমর্পণবাদের সঙ্গে তার কোন অর্থেই কোন মিল নেই।

চন্দ্রগ্রহণসংক্রান্ত দৃষ্টান্তটি যাতে আমাদের বিবেচনাধীন ক্ষেত্রে একটা বিশ্রী অর্থহীন ব্যাপার হয়ে না দাঁড়ায়, পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্বাধীনে রাখার জন্য, চন্দ্রাভিযান—পার্টিকে খোল-নলচে বদলে নিতে হবে। কল্পনার জাল বিস্তৃত করে সিদ্ধান্তে পেঁছিতে হবে চাঁদেরও মন বলে একটা ব্যাপার আছে এবং মহাকাশে মহাশূন্যে এক বিশেষ অবস্থানের কারণে অবশ্যম্ভাবী

ঘটনা হিসেবে সংঘটিত চন্দ্রগ্রহণের গোটা ব্যাপারটাই তার নিজস্ব ইচ্ছার আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সঙ্গতিসূচক ফলাফল হিসেবে মনে হওয়াটা তখন স্বাভাবিক হিসেবে দেখা দেবে। এই ঘটনাটি, (চাঁদের মন থাকার সূবাদে) চাঁদের মনে শুধুমাত্র বিপুল আনন্দের সঞ্চার করবে, এমন নয় ; এরই সঙ্গে তার মানসিক শান্তির পক্ষে তা একান্ত অপরিহার্য, যার ফলশ্রুতি হিসেবে, ঐ বিশেষ অবস্থানটি অধিগ্রহণের জন্য সে আবেগপ্লুত হয়ে হাঁসফাঁস করবে।* এই সমস্ত চিন্তা ভাবনার শেষে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির নিজেকেই প্রশ্ন করতে হবে, চূড়ান্ত-স্তরে চাঁদ যদি আবিষ্কার করে ফেলে যে মহাশূন্যে তার আন্দোলনে তার ইচ্ছা বা তার 'আদর্শ'-এর কোন ভূমিকাই নেই, উল্টে, মহাশূন্যে তার সঞ্চালনক্রিয়া, তার ইচ্ছা এবং তার আদর্শকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখন কী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে তার মধ্যে। স্ট্যামলারের মতানুসারে, সেই আবিষ্কার অতি অবশ্যই চাঁদ-এর বর্তমান ভূমিকাকে নিষ্ক্রিয় করে তুলবে। এবং তার কক্ষপথে সঞ্চালনক্রিয়া একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে যদি না সে নিজেকে, যুক্তিসম্মত এক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে উদ্ভূত তার বর্তমান সংকটজনক অবস্থা থেকে মুক্ত রাখে। কিন্তু এই ধরনের একটা অনুমান-নির্ভর কথার মধ্যে কোন যুক্তি নেই। সত্যি বটে, সেই আবিষ্কার, চাঁদের উগ্র রসিকতার পক্ষে একটা নিয়মমাফিক কারণ হয়ে দেখা দিতে পারত। সে আবিষ্কার, হয়ত, তার অভ্যন্তরীণ নৈতিক অসঙ্গতি, তার আদর্শসমূহের ও যান্ত্রিক বাস্তবতার মধ্যেকার সংঘাতেরও একটা ব্যাখ্যা দিতে পারত। কিন্তু যেহেতু আমরা ধরে নিই, সামগ্রিকভাবে যে চাঁদের মানসিক অবস্থা সাধারণত তার আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি দ্বারা চূড়ান্তস্তরে স্থিরীকৃত হয়, সেজন্য তার মনের গুরুতর অসঙ্গতির কারণ অনুসন্ধানের জন্য আমাদের সেই আন্দোলনের দিকে মুখ ফেরাতেই হবে। ঐ বিষয়টি সম্পর্কে সযত্ন চিন্তাভাবনা হয়ত এই নিগূঢ় সত্য প্রকাশ করে দিত যে তার কক্ষপথে পৃথিবী থেকে তার দূরতম অবস্থানে, চাঁদের মনে স্বাধীনতার অভাবজনিত একচাপা ক্ষোভ থাকত ; অন্যদিকে, তারই কক্ষপথে, পৃথিবীর সঙ্গে তার সব চাইতে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ঘটনাটাই, নৈতিক স্বর্গসুখ ও আনন্দের এক নতুন নিয়ম-মাফিক উৎস সৃষ্টি করতে পারত। হয়ত, এর উল্টোটাও ঘটে যেতে পারত। হয়ত এটা প্রমাণ হয়ে যেত যে চাঁদ তার প্রয়োজনগুলোর সঙ্গে তার অবাধ ইচ্ছা-শক্তির একটা আপসরফা করে উঠতে পেরেছে তার অনুভূ অবস্থানে নয়,

---

* বলা যায় কথাটা দাঁড়াল এই যে চৌম্বকীয় কাঁটাটি, চৌম্বক প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে কল্পনা করছে যে কোন কারণ ব্যতিরেকেই স্বাধীনভাবে ঘুরছে, স্বেচ্ছায় উত্তরমুখী হয়ে থাকার আনন্দের খোঁজ পেয়েছে, (লাইবনিৎস থিওডিসি—পৃঃ ৫৯৮)।

অপভ্ৰ অবস্থায়। যা-ই ঘটুক না কেন, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে ঐ ধরনের আপসরফা, নিঃসন্দেহে সম্ভব। প্রয়োজনগুলো সম্বন্ধে এক সচেতনতা অতি অবশ্যই সব চাইতে উদ্যমশীল বাস্তব ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। নিদেন-পক্ষে, এ পর্যন্ত, ইতিহাসে এটা প্রমাণ করা গেছে। ইচ্ছার স্বাধীনতার অস্তিত্বের দাবিটিকে যারা এযাবৎ সরাসরি নস্যাৎ করেছেন তার সমসাময়িক-কালের প্রায় সকলকেই, তাদের নিজেদের ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ ক্ষমতায় পরাস্ত করেছেন। এবং এই শক্তির প্রতি আস্থাসূচক তাদের দাবিগুলোর বহরও বেশ সাধ্যাতীত ব্যাপার। এই ব্যাপারে অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এগুলো সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। এই সমস্ত বিষয় বেমালুম চেপে যাওয়া যেতে পারে; স্পষ্টতই স্ট্যামলার একর্মটি করেছেন। শুধুমাত্র ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রশ্নটিকে তার প্রকৃত স্বরূপের নিরিখে সচেতনতার বিষয়টিকে দেখার অনীহা থেকে এই প্রবণতার জন্ম।

এই অনিচ্ছার কারণটি বেশ গভীরে! উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, এই রহস্যের চাবিকাঠি পাওয়া যাবে আমাদের সুপরিচিত ভাববিলাসী ও নীতিবাগীশদের[৩] আন্তর্জাতীয় কিছুসংখ্যক জার্মানিদের মধ্যে। কিন্তু এইসব অ-সাংস্কৃতিক আত্মচিন্তাসর্বস্ব বিষয়ী পুরুষে আর বাক্‌পটু পণ্ডিতেরাও আর মানুষ বলে পরিচিতি পেতে পারেন না। বেলেন্‌স্কির ভাষায়, এদের নিছক অপচ্ছায়া বলে গণ্য করা চলে!

কিন্তু তাসত্ত্বেও, যে সমস্ত মানুষের জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকর্মের ব্যাপারটি পুরোপুরিভাবে অপরিহার্য আবশ্যকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বলে মনে হয় তাদের সমস্যাটা আর একটু তলিয়ে দেখা যাক। আমরা ইতিমধ্যেই জেনে গেছি যে ঐ ধরনের একজন মানুষ, যেমন ধরা যাক, ঈশ্বরপ্রেরিত দূত বলে, নিজেকে দাবি করেন যে মহম্মদ, বা নিজেকে অপরিহার্য নিয়তির মনঃপসন্দ ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে জাহির করেন যে নেপোলিয়ান কিংবা উনিশ শতকের বেশ কিছু জনপ্রতিনিধির মতো (যারা ঐতিহাসিক প্রগতির অপ্রতিরোধ্য শক্তির অভিব্যক্তি ছাড়া নিজেদের আর কিছু ভাবতে পারতো না)। ইচ্ছা শক্তির প্রায় অকল্পনীয় বিরাটত্বের জোরে, প্রাদেশিক সংকীর্ণতার গণ্ডীতে আবদ্ধ হ্যামলেট ও তার লেজুড়বৃত্তিকারী সাঙ্গোপাঙ্গদের[৪] দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত বাধাবিপত্তি তাসের ঘরের মতো উড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মতো সামর্থ্য রাখতো।* কিন্তু আমাদের আলোচ্য এই

---

* আমরা অন্য একটি দৃষ্টান্ত দেব যা থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যাবে এই ধরনের লোকেরা কতখানি তীব্রভাবে আবেগরুদ্ধ হয়ে থাকেন। দ্বাদশ লুইএর কন্যা ফেরারের

ব্যাপারটা অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক বলে মনে হয়। যেমন, এটা যদি সত্যি হয়, যে আমরা বর্তমানে যা করছি, তার থেকে বিষয়গত ও মানসিক দিক দিয়ে অন্যভাবে কাজ করা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার, —ঠিক এই আকারেই, যদি আমার ইচ্ছার স্বাধীনতার অভাব সম্পর্কে এক সচেতনতার জন্ম দেয় এবং যখন একই মুহূর্তে, আমার সুনির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ, একই সাথে, সমস্ত সম্ভাব্য কার্যকলাপের সব চাইতে বাঞ্ছনীয় কাজকারবার দিক-গুলিরই নামান্তর হিসেবে আমার বিচারে গণ্য হয়, তাহলে আমার মানসদর্পণে, 'আবশ্যকতা, স্বাধীনতারই প্রতিকল্প' আর স্বাধীনতা, আবশ্যকতার অভিন্ন ও অভেদ হয়ে দেখা দেবে। তাহালে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে "আমার স্বাধীনতা-হীনতার অবস্থান শুধুমাত্র এই অর্থে যে স্বাধীনতা ও অনিবার্য আবশ্যকতার মধ্যেকার 'অভেদাত্মক চরিত্রটার' কোন পরিবর্তন ঘটানো যাচ্ছে না। একটাকে ঠিক আর একটার স্থলাভিসিক্ত করা বেশ শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং অবশেষে, অনিবার্য আবশ্যকতার সংযমন বা নিয়ন্ত্রণ কোনক্রমেই অনুভব করতে পারছি না। কিন্তু স্বাধীনতার অভাববোধের ঘটনাটা, একই সাথে, এখানে স্বাধীনতার পূর্ণতম অভিব্যক্তি।"

সিমেল বলতে চেয়েছেন যে সর্বদা কোন কিছু থেকে মুক্তির অর্থ-ই হলো স্বাধীনতা এবং যেখানে স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ-বিরোধী বিষয় বলে গণ্য হয় না, সেখানে এর কোন অর্থ নেই। খুব খাঁটি কথা। কিন্তু অপ্রতুল (যদিও যথার্থ-ই মৌল) সত্যটির পক্ষে সেই তত্ত্বকে খন্ডন করা অসম্ভব,—যে তত্ত্ব দার্শনিক চিন্তাজগতের সবচাইতে মহৎ আবিষ্কারগুলির অন্যতম এক বিষয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে: অনিবার্য আবশ্যকতা সম্পর্কে সচেতনতার অন্য নাম স্বাধীনতা। সিমেলের এই সীমাবদ্ধতাদোষে দুষ্ট। শুধুমাত্র বহিরঙ্গ দিক দিয়ে নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টিকোণে স্বাধীনতার কথা বলা হচ্ছে এখানে। আলোচ্য অংশে যেখানে শুধুমাত্র ঐ ধরনের সংযমনের কথা বলা হচ্ছে, সেখানে আবশ্য-

---

ডিউকের পত্নী রেণী তার শিক্ষক ক্যালভিনকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন: আপনি আমাকে যা লিখেছিলেন তা আমি বিস্মৃত হইনি। ঈশ্বরের শত্রুদের প্রতি ডেভিড যে কী মারাত্মক ঘৃণাবোধ করতেন তা আমি ভুলে যাইনি। আমি নিজেও কোন সময়ই অন্যথা আচরণ করবো না কারণ আমার বাবা সম্রাট, মহারাণী মা, প্রয়াত আমার স্বামী (আমার প্রিয় সেই লোকটি) এবং আমার সন্তানেরা যদি ভগবানের দ্বারা পরিত্যক্ত হয় বা হয়ে যায় তাহলে আমি একই ধরনের ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাদের প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করবো এবং তাদের নরকবাসের কামনাই করবো ইত্যাদি। যে সব লোকেরা এ ধরনের আবেগমণ্ডিত হয়ে চিন্তা করেন তারা যে কী সাংঘাতিক সর্বগ্রাসী প্রচণ্ডতা দেখিয়ে থাকেন দেখুন! আর তা সত্ত্বেও এই লোকেরা ইচ্ছার স্বাধীনতা বলে কিছু আছে বলে মানতেই চান না!

কতার সঙ্গে স্বাধীনতাকে অভিন্নভাবে দেখার ব্যাপারটা নিতান্তই হাস্যকর মনে হবে। আপনার পকেট থেকে একটা রুমাল হাত-সাফাই-এর কাজে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি বাধা দিয়ে যাচ্ছেন এবং আপনার ঐ বাধাটিকে পকেটমার যতক্ষণ পর্যন্ত কোন-না-কোনভাবে অতিক্রম করতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই তস্কর মহোদয়, রুমাল সরাবার ব্যাপারে একেবারেই স্বাধীন নয়।

স্বাধীনতার ঠিক এই প্রাথমিক এবং ওপর-ওপর ধারণাটি ধর্তব্যের মধ্যে না নিলে, আর একটা গভীরতর তাৎপর্যবহ দিক রয়েছে। দার্শনিক চিন্তার প্রসাদপুষ্ট নয় এমন ব্যক্তির মস্তিষ্কে এই ধারণা আশা করা বৃথা। দার্শনিক ঐ মননশীলতার অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে শুধুমাত্র তাঁরাই স্বাধীনতা-সংক্রান্ত গভীরতর তাৎপর্যটি উপলব্ধি করতে পারবেন যাঁরা দ্বৈতবাদের গন্ডী পেরোতে সমর্থ হন এবং বুঝতে পারেন যে দ্বৈতবাদীদের স্বকপোল-উদ্ভূত, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয়ের মধ্যেকার দুস্তর পারাবার-এর মতো ব্যবধান একেবারেই নেই।

রুশদেশীয় বিষয়ীবাদী ব্যক্তিটির কাণ্ডকারখানা এমনই যে তাঁর কল্যাণে, আমাদের ধনতান্ত্রিক বাস্তবতার মুখোমুখি তাঁর অতি কাল্পনিক আকাশচুম্বী ভাবনাচিন্তাটিকে স্বচ্ছন্দে দাঁড় করিয়ে আর এক পা-ও ঐগুলির মধ্যেকার সংঘাতের উত্তরণের পথে অগ্রসর হতে চান না। পরিবেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, আত্মসুখী, ভাববিলাসী এইসব ব্যক্তি দ্বৈতবাদের জলাভূমিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছেন। ঐসব রাশিয়ান তথাকথিত 'মন্ত্রশিষ্যের' ধ্যান-ধারণাগুলি ধনতান্ত্রিক রিয়ালিটির প্রতিকল্প হিসেবে, আত্মচিন্তনে চিরভ্রান্ত ব্যক্তিদের তুলনায় নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর। এই অসুবিধে সত্ত্বেও, এই সব মন্ত্র-শিষ্য তাঁদের ধ্যানধারণার সঙ্গে রিয়ালিটির যোগসূত্র রচনা করতে পেরেছেন। 'মন্ত্রশিষ্যরা' নিজেদের অদ্বৈতবাদের স্তরে উন্নত করতে পেরেছেন। তাঁদের ধারণা, বিকাশের বিবর্তনপথে ধনতন্ত্র এগিয়ে যাবে তার-ই নিরাকরণের দিকে এবং অবশেষে জয়যুক্ত হবে তাঁদেরই ধ্যানধারণা যথা—রুশদেশীয় মানুষদের—এবং রুশীয়-ই শুধু নয়—ঐসব 'মন্ত্রশিষ্যেরই'। সেটা হলো এক ঐতিহাসিক অনিবার্যতা। সেই 'মন্ত্রশিষ্য' ঐ আবশ্যকতার অস্ত্র হিসেবে কাজ করেন। এবং তিনি এটা না করে পারেন না, উভয় দিক থেকেই। তাঁর সামাজিক স্ট্যাটাস, একটা নির্দিষ্ট গঠনপ্রকৃতির জন্ম দিয়েছে এবং অন্য কোনটির নয়। তাঁর কাজ হলো অনিবার্যতার অস্ত্র হিসেবে যথাযথ ভূমিকা পালন করা এবং এটা করা ছাড়া তাঁর আর কোন উপায় থাকে না। কিন্তু তিনি এই ইচ্ছে পোষণ করে থাকেন একান্ত আবেগভরেই এবং অন্যভাবে তিনি এটা অনুভব করতে পারেন না। এটা হলো স্বাধীনতার একটা দিক, বিশেষ করে অনিবার্যতার গর্ভ থেকে যার জন্ম, উৎপত্তি। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, এটা হলো

সেই স্বাধীনতা যা অবশ্যম্ভাবীতার সঙ্গে সমার্থক হয়ে পড়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে অনিবার্যতা এখানে স্বাধীনতায় রূপান্তরিত হয়েছে।* ঐ স্বাধীনতা কিন্তু এক ধরনের নির্দিষ্টমানের নিয়ন্ত্রণের হাত থেকে মুক্তি অর্থে বোঝানো যেতে পারে; আবার এটাকে বিধিনিষেধের একটা নির্দিষ্ট স্তরের বিপরীত অবস্থান হিসেবেও গণ্য করা য য়। গভীরতর ইঙ্গিতবহ সংজ্ঞাগুলিতে ওপর ওপর ধারণা থেকে সৃষ্ট সংজ্ঞার প্রতিপাদ্য বিষয়কে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু শেষোক্ত অংশের সম্পূরক হিসেবে, নিজের গর্ভেই ওটাকে সাজিয়ে রাখা হয় (অর্থাৎ, সংজ্ঞার বৃহত্তর পরিধির মধ্যে ঐগুলির প্রাপ্য মর্যাদা হারিয়ে যায় না—অনুবাদক)। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কী ধরনের বাধ্যবাধকতা, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি তোলা হচ্ছে? এটা পরিষ্কার: দ্বৈতবাদের সঙ্গে মধুচন্দ্রিমার সম্পর্ক যারা এখনো ত্যাগ করেনি, তাদের সমস্ত উদ্যমে নৈতিক কারণে যে সমস্ত বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তারই অপর নাম নৈতিক প্রতিবন্ধকতা। আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যেকার দূরত্ব অতিক্রম করে একটি যোগাযোগ মাধ্যম স্থাপনে নিতান্ত অক্ষম ব্যক্তিরা যার মুখোমুখি, তাই হলো বিধিনিষেধ। দার্শনিক চিন্তার জগতে সাহসিকতাপূর্ণ উদ্যোগে যতক্ষণ পর্যন্ত একজন ব্যক্তি সেই স্বাধীনতা অর্জন না করতে পারছে, ততক্ষণ তাকে ঠিক তার নিজের মধ্যে অর্থাৎ তাকে আত্মস্থ বলা চলে না। তার চারপাশে অনিবার্য আ.শ্যকতার চ্যালেঞ্জের জবাবে, তার নিজের মানসিক যন্ত্রণা, তার উদ্দেশে নির্লজ্জ, বল্গাহীন প্রশস্তি করে আত্মসুখ অর্জন ছাড়া তার আর করণীয় কিছু থাকে না। কিন্তু তারপর যে মুহূর্তে, সেই একই ব্যক্তি যখন সেই বেদনাদায়ক লজ্জাস্কর বিধিনিষেধের বেড়াজাল ডিঙিয়ে যেতে সমর্থ হয়, তখন সে যেন নিজেকে নবরূপে জন্মলাভ করতে দেখে—একটা সম্পূর্ণ নতুন, পূর্ণাঙ্গ, এবং আজ অবধি অপরিচিত জীবন যেন তার জন্য অপেক্ষা করছে; এবং তার মুক্ত, অবাধ স্বাধীন ক্রিয়াকলাপ হবে আবশ্যকতার সচেতন ও স্বাধীন অভিব্যক্তি।** সে তখন হয়ে ওঠে এক বিরাট সামাজিক শক্তি এবং তখন সে হয়ে ওঠে অদম্য —তাকে দমন করা যায় না—বিস্ফোরণের দোরগড়ায় এসে সে তখন—

> রূঢ় অসদাচারের বিরুদ্ধে উচ্ছ্বাসপূর্ণ
> ঐশ্বরিক ক্ষোভের ঝঙ্কার উন্মত্ততার মতো…

---

* 'অনিবার্য' অবশ্যম্ভাবিতা স্বাধীনতা হয়ে ওঠে না কারণ তা বিলীন হয়ে যায়; এটা হয় শুধু এই কারণেই যে তখনও পর্যন্ত অন্তর্নিহিত অভিন্নতা তখন ব্যক্ত হয়ে পড়ে।"

॥ তিন ॥

আবার, এটাও বলা যায় যে কোন এক নির্দিষ্ট ঘটনাপ্রবাহের চূড়ান্ত আবশ্যকতা বিষয়ে সচেতনতা, শুধুমাত্র সেই মানুষটির উদ্যোগ-আয়োজন বাড়িয়ে দেয়,—যে কিনা ঐ ঘটনাক্রমের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সমস্ত ব্যাপারটার নিয়ন্ত্রক শক্তিগুলোর অন্যতম বলে নিজেকে মনে করে। যদি সেরকম একটা মানুষ তার প্রয়োজনগুলো বা আবশ্যকতা বিষয়ে সচেতন হয়েও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে এবং কোন কিছুই না করে, তাহলে আমরা জানবো যে পাটিগণিত বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তির মতো সে আচরণ করছে। ধরা যাক, 'ক' নামে কোন ব্যাপার একটি সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে [যেমন 'খ' তে] অতি অবশ্যই অনিবার্য কারণে ঘটবে। আমার কাছে আপনি প্রমাণ করছেন যে সেই পরিস্থিতির একটি অংশের অস্তিত্ব ইতোমধ্যেই অনুভব করা গেছে আর অবশিষ্ট অংশটি নির্দিষ্ট সময়ে 'ঙ' তে বর্তমানের মতোই বাস্তব হয়ে উঠবে। এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে 'ক' নামীয় ঘটনাপ্রবাহে সহানুভূতিশীল একটি মানুষ হিসেবে আমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে মন্তব্য করলাম 'চমৎকার!' এবং তারপর সটান বিছানায় আশ্রয় নিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার পূর্বাভাষে বর্ণিত সেই ঘটনাপ্রবাহের সেই সুনির্দিষ্ট আনন্দমুখর মুহূর্তটি আসছে। এর পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? এটা হবে এই: আপনার সুচিন্তিত পূর্বাভাষে যে সমস্ত বিচার্য বিষয়ের সমন্বয়ে 'খ' নামীয় পরিস্থিতিতে 'ক' নামে ঘটনাক্রমের সৃষ্টির অনিবার্যতা দেখা দিল, সে হিসেবের মধ্যে আমার কার্যকলাপও রয়েছে। মনে করা যাক, আমার সে কার্যকলাপের পরিমাপ হলো 'গ'। যেহেতু, আমি এই সময়টায় গভীরভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি, 'ঙ' সময়ে 'ক' ঘটনাক্রমের উদ্ভবে সহায়ক ঐ 'খ' পরিস্থিতিতে ইতোমধ্যেই আমার ভূমিকা 'গ' হওয়ায় সেই পরিস্থিতিটা কার্যত দাঁড়াল খ-গ। তাহলে, পরিস্থিতিটা কার্যত বদলে যাচ্ছে। হয়ত আমার স্থলে অন্য এক মানুষের উদয় হবে কোন একদিন যিনি আমারই মতো প্রায় নিষ্কর্মা হয়ে বসেছিলেন কিন্তু আমার উদাসীনতার বহর দেখে তাঁর চোখ খুলে গেছে। সে উদাসীনতা তাঁর কাছে সবচাইতে বিরক্তিকর ও নিষ্ঠুর বলে মনে হয়েছিল তখন। সে ক্ষেত্রে, 'গ' নামে বর্ণিত আমার ভূমিকার জায়গায় 'ঘ' নামে আর এক ভূমিকা স্থান করে নেবে এবং যদি 'গ' ও 'ঘ'-এর মধ্যেকার সমতা থাকে অর্থাৎ গ=ঘ হয়, তাহলেও 'ক' নামে ঘটনাপ্রবাহের অনুকূলে সৃষ্ট পরিস্থিতিসমূহ 'খ' এর থেকে যাবে এবং ঘটনাপ্রবাহ 'ক' যথারীতি 'ঙ' সময়ে ঘটতে থাকবে।

কিন্তু যদি আমার ক্ষমতার ভাঁড়ারে কিছুই জমা না পড়ার ঘটনা না ঘটত

এবং যদি আমি একজন কুশলী ও শক্তসমর্থ কর্মী হতাম এবং কেউ আমার বিকল্প হিসেবে কাজে নেমে না থাকে, তাহলে পরিস্থিতিসমূহ পুরোপুরি 'খ' থাকছে না এবং 'ক' ঘটনাপ্রবাহ আমাদের কল্পিত সময়ের চাইতে দেরিতে কিংবা প্রত্যাশিত সময় অনুযায়ী পুরোপুরিভাবে যেমনটি হয়েছে, তেমনটি না-ও হতে পারে কিংবা একেবারেই সংঘটিত না হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এটা আজ দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট। কিন্তু যদি আমি এটা বুঝতে না পারি, আমি যদি মনে করি, আমার দলত্যাগের পরেও 'খ' নামে পরিস্থিতি 'খ'ই থেকে যাবে, তাহলে এইটা এই কারণেই ঘটছে যে গণনা-পদ্ধতির সঙ্গে আমার আদৌ কোন পরিচয় নেই। কিন্তু গণনাবিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিদের তালিকায় শুধু কী আমি-ই রয়েছি? এই যে, আপনি বলেছিলেন যে 'ঙ' সময়ের মধ্যেই 'খ' নামে পরিস্থিতির আনুকূল্য অতি অবশ্যই পাওয়া যাবে,— আপনার এই বক্তব্যের মধ্যে দূরদর্শিতার পরিচয় একেবারেই পাওয়া যায় নি। তা না হলে, আপনার সঙ্গে আমার বাক্যালাপের পর আমি পাকাপাকি-ভাবে নিদ্রা যাবো কেন? আপনি নিশ্চিত ছিলেন যে আমি শেষ পর্যন্ত একজন দক্ষকর্মী হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্যতা বজায় রাখবো। একটা প্রায় নড়বড়ে অর্বাচীন লোককে আপনি অনেক অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত ঠাওরেছিলেন। অতএব, আপনিও গণনার ফাঁকে ভুলের ফাঁদে আটকে গেছেন। কিন্তু মনে করা যাক, আপনার কোন ভুল হয়নি এবং বিবেচনার যোগ্য সমস্ত বিষয়ই, গণনার সময় আপনার মাথায় ছিল। সেক্ষেত্রে, আপনার গণনা বর্তমানে এই আকার ধারণ করবে, আপনি বলছেন যে 'ঙ' সময়ে 'খ' নামে পরিস্থিতিসমূহ পাওয়া যাবে। এই নির্দিষ্ট পরিস্থিতির মধ্যে আমার সঙ্গত্যাগ বা নিষ্ক্রিয় থাকার ঘটনাটা নেতিবাচক বলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, ইতিবাচক উপাদান হিসেবে লৌহদৃঢ় মননশীল মানুষদের প্রতি উৎসাহদানের বিষয়টি। এদের কাজে উৎসাহ দেওয়া হয় এটা ভেবে যে তাদের কঠোর সংগ্রাম সনিষ্ঠ প্রয়াস ও ধ্যানধারণাগুলি হলো বস্তুগত আবশ্যকতার বিষয়ীগত অভিব্যক্তি। সেক্ষেত্রে, সমন্বিত পরিস্থিতি 'খ' আপনার দ্বারা নিরূপিত সময় 'ঙ' এর মধ্যেই পাওয়া যাবে এবং নির্দিষ্ট ঘটনাসমূহ 'ক' অতি অবশ্যই সংঘটিত হবে। আমার মনে হয়, এটা পরিষ্কার। কিন্তু তাই যদি হয়, কেন আমি 'ক' নামে ঘটনাপ্রবাহের অনিবার্যতা সংক্রান্ত ধারণা বিষয়ে এতটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম? কেন আমার কাছে মনে হয়ে-ছিল এই ব্যাপারটা কর্মে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে আমাকে অকেজো করে রাখার প্রবণতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে? কেন আমি এটা আলোচনা করার ফাঁকে পাটীগণিতের সহজবোধ্য নিয়মগুলি পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলাম? হয়ত ঐ

সংসারে আমার মানসিক গড়নের পরিস্থিতি সমূহের কারণে, আমার মধ্যে, ইতোমধ্যেই নিষ্ক্রিয়তা মারাত্মক ঝোঁক হিসেবে রয়ে গেছে এবং আপনার সঙ্গে আমার কথাবার্তায় দাঁড়িপাল্লাটা ঝুঁকেছিল সেই সপ্রশংস প্রবণতার দিকেই।

এই হচ্ছে ব্যাপারটা। শুধুমাত্র ঐ অর্থেই—আমার নৈতিক অপদার্থতা ও শৈথিল্য এবং এক সর্বাত্মক অযোগ্যতার পটভূমিকায় অবশ্যম্ভাবিতার চেতনা এখানে জাগ্রত হয়ে দেখা দিয়েছিল, সম্ভবত এটাকে আমার নৈতিক অপদার্থতার 'কারণ' হিসেবে দেখানো যাবে না। হেতুটা এখানে নিহিত নেই কিন্তু আমার জীবনযাপনের পরিপ্রেক্ষিতেই সেটা পাওয়া যাবে। ফলতঃ পাটিগণিত হলো খুব সম্মানিত আর কল্যাণকর এক বিজ্ঞান। সেকারণে বিজ্ঞানের নিয়মগুলো—আমি বলবো—বিশেষ করে, দার্শনিকদের একেবারেই ভোলা যায় না।

কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ঘটনাপ্রবাহের অনিবার্যতা বিষয়ে সচেতনতা এক শক্তিশালী মানুষের মনে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে—যিনি এই বিষয়ে একেবারেই কোন সহানুভূতি দেখাচ্ছেন না এবং তার আগমন মুহূর্তেই বিরোধী ভূমিকা পালন করছেন ? এখানে পরিস্থিতিটা একটু অন্যরকম। তার প্রতিরোধের শক্তি ও প্রাণপ্রাচুর্যকে নিঃশেষিত করার পক্ষে এই চেতনা বেশ ভালভাবেই কাজ করতে পারে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ঘটনাপ্রবাহের বিরোধীরা কখন নিঃসন্দেহ হয়ে ওঠে যে এটা ঘটবেই ? এটা তখনই সম্ভব যখন এই ঘটনার পক্ষে অনুকূল গোটা পরিস্থিতিটাই বেশ ব্যাপক ও গভীর এবং শক্তিশালী। এই ঘটনার আবশ্যকতা সম্পর্কে বিরোধীদের সচেতনতা, তাদের প্রাণপ্রাচুর্যে ও কর্মশক্তিতে আলগো-আলগো ভাব, ঢিলেঢালা প্রকৃতি, হলো অনুকূল পরিস্থিতিসমূহের শক্তি বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ঐসব বহিঃপ্রকাশ আবার অন্যদিক থেকে, অনুকূল অবস্থার অংশ হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য।

কিন্তু প্রতিরোধ ক্ষমতার বহর বিরোধীদের সবার ক্ষেত্রেই কমে যাবে না। এদের মধ্যে কারো কারো ক্ষেত্রে প্রতিরোধক্ষমতা কেবল বেড়ে উঠবে সে ঘটনার অনিবার্যতা বিষয়ে তার উপলব্ধি থেকে, সেই প্রতিরোধশক্তি তখন রূপান্তরিত হবে হতাশার শক্তিতে। সাধারণভাবে ইতিহাস, বিশেষ করে, রাশিয়ার ইতিহাস, ঐধরনের শক্তিক্ষয়ের কমণীয় দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকে। আমরা আশা করি, পাঠকমাত্রই সেসব কাহিনীর স্মৃতিচারণা করতে পারবেন আমাদের তরফ থেকে কোন কিছুর খেই ধরিয়ে না দিয়াই।

এই অবস্থায়, মিঃ কেরিয়েভের আপত্তিতে আমাদের অন্যসব কথা না পেড়ে তাঁর খোদ 'আপত্তি জায়গাটায়' আসতে হচ্ছে। তিনি স্বাধীনতা ও আবশ্যকতা বিষয়ে আমাদের মতামতগুলিতে দ্বিমত পোষণ করছেন। এবং

উপরন্তু, লৌহদৃঢ় ও আবেগপ্রবণ মানুষেরা যে সমস্ত "চূড়ান্ত স্তরে" গিয়ে থাকে, সেগুলির প্রতি আমাদের পক্ষপাতিত্বে তাঁর বেশ আপত্তি আছে বোঝা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের সাময়িক পত্রপত্রিকায় ব্যক্তিমানুষের পক্ষে এক মহৎ সামাজিক শক্তি হিসেবে বেড়ে ওঠার সম্ভাব্যতা বিষয়ে আমাদের প্রত্যয়সূচক ধারণায় তিনি বেশ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সুযোগ্য এই অধ্যাপক সানন্দে লাফিয়ে উঠে বলেন, "একথা আমি সবসময়ই বলছি!" "সত্যি বটে, মিঃ কেরিয়েভ এবং অন্যান্য সব বিষয়ীবাদী, ইতিহাসে সবসময়ই ব্যক্তির স্থানকে সমুচ্চ স্থান দিয়ে এসেছেন এতকাল। এমন একটা সময় ছিল যখন প্রগতিশীল যুবসম্প্রদায় বেশ সহানুভূতির সঙ্গে কথাটা মেনে নিয়েছেন। বলাবাহুল্য, ঐসব যুবক সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশার জন্য কাজ করতে তন্নিষ্ঠচিত্ত ও মহৎ ইচ্ছায় ভরপুর ছিল এবং সেকারণে স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উচ্চমার্গে স্থান দিবার পক্ষে এক বিরাট প্রবণতা ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, বিষয়ীবাদীরা বরাবরই অসমর্থ ছিলেন। শুধুমাত্র সমাধান করার পক্ষে নয়, এমনকি সঠিকভাবে ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা নিরূপণ করতেও তাঁরা জানতেন না।

সামাজিক-ঐতিহাসিক বিকাশের সূত্রগুলির প্রভাবে, তাঁরা "বিতর্কমূলক চিন্তার অধিকারীদের কার্যধারাকে" এগুলির সঙ্গে তুলনীয় জ্ঞান করতেন এবং এর ফলে, 'উপাদানসমূহের' তত্ত্বের এক নতুন ধরনের সৃষ্টি হলো, "সমালোচনা-মূলক চিন্তনক্রিয়ায়" অভ্যস্ত মানুষেরা হলেন এই প্রগতি বা বিকাশের অনেক-গুলি উপাদানের অন্যতম, এর নিজস্ব সূত্রগুলি হলো অন্য উপাদানটি। এই ঘটনাটি স্পষ্টত এক গুরুতর অসঙ্গতির সূচনা করল। সেটা সহ্য করা যেত কেবলমাত্র যখন সক্রিয় 'ব্যক্তিরা' তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেন সেযুগের বাস্তব ও একান্ত জরুরী সমস্যাগুলোর সমাধানের দিকে। এবং সেকারণে দার্শনিক সমস্যাগুলির বোঝা ও সমাধানের দিকে কোন সময় ব্যয় করতে তাঁরা ছিলেন অসমর্থ। কিন্তু আশির দশকে শান্তির নিস্তরঙ্গ সরোবরে একশ্রেণীর লোকেরা —সূক্ষ্ম চিন্তাশীল ব্যক্তি এঁরা—প্রচুর অবসর যাপনের মুহূর্তে দার্শনিক চিন্তায় আত্মমুখী হয়ে রইলেন। সেই থেকে, বিষয়ীবাদীদের তত্ত্বের আতস-বাজী ফুটিফাটা হয়ে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইল, ঠিক যেন আকাকিয়েভিচ্-এর বিখ্যাত সেই জীর্ণ ওভারকোটের মতো।[৫]

জোড়াতালির হাজারো প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরা, একের পর এক, শুরু করে দিলেন, বিষয়ীবাদকে সরাসরি এক অকেজো ত্রুটি-পূর্ণ তত্ত্ব বলে বরবাদ করে দিতে, কিন্তু যেমনটি অন্যক্ষেত্রগুলিতে ঘটে থাকে, এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া তার বিরোধীদের একেবারে বিপরীত অবস্থানে নিয়ে

গেছে। যেখানে কিছুসংখ্যক বিষয়ীবাদী ইতিহাসে ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য ভূমিকা দান করে থাকেন এবং এই ফাঁকে, মানুষের ঐতিহাসিক বিকাশের গোটা ব্যাপারটাকেই কতগুলি সূত্র নির্ভর পদ্ধতি হিসেবে মেনে নিতে সরাসরি অস্বীকার করেছেন, সেখানে তাদের সাম্প্রতিককালের কিছুসংখ্যক বিরোধী লোকে প্রগতির বিধান-নিরূপিত চরিত্রটি প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরতে গিয়ে স্পষ্টত ভুলেই গেলেন যে জনগণই ইতিহাস রচনা করে এবং সেকারণে ব্যক্তি মানুষের কাজগুলি ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ না হয়েই পারে না। তাদের দৃপ্ত ঘোষণায় ব্যক্তিবিশেষের কোন ভূমিকাই নেই। অতএব, ব্যক্তির কার্যকলাপ উপেক্ষণীয়। এই চরম অবস্থানটি তাত্ত্বিকক্ষেত্রে অনুমোদনের অযোগ্য; কট্টর বিষয়ীবাদীদের চূড়ান্ত অবস্থিতির মতোই। ইতিবাচক দিককে নেতিবাচক দিকের প্রয়োজনে বিসর্জনের কাজটি যেমন ভিত্তিহীন ও ত্রুটিপূর্ণ, তেমনি ইতিবাচক দিককে বেমালুম উপেক্ষা করার বিষয়টিও তেমনি বিপজ্জনক। সঠিক দৃষ্টিকোণের পরিচয় আমরা তখনই পাবো যখন ঐ উভয়দিকের মধ্যেকার সত্যগুলিকে সংশ্লেষণ ক্রিয়ায় আমরা যুক্ত করতে পারব।*

॥ চার ॥

দীর্ঘসময় ধরে এই সমস্যাটা আমাদের কাছে বেশ উৎসাহব্যঞ্জক হয়ে আছে। এবং আমরাও বহুদিন ধরে আমাদের পাঠকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে আসছি আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সমস্যাটা আয়ত্তাধীনে রাখতে। তবে এটা ঠিক যে বেশ কিছু আশংকা মনে দেখা দেওয়ায় আমাদের পিছিয়ে আসতে হয়েছে। আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে আমাদের পাঠককুলের সবাই নিজেরাই ইতোমধ্যে সমস্যাটা সমাধান করে ফেলেছেন এবং আমাদের 'আমন্ত্রণ' কতকটা বিলম্বিত-প্রয়াস বলে চিহ্নিত হবে। আমাদের এখন আর সে ধরনের কোন আশংকা নেই। জার্মান ইতিহাসতত্ত্ববিদেরা সেগুলি থেকে মুক্তি দিয়েছেন আমাদের। আমরা এটা বলছি বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই। আসল ব্যাপারটা হলো এই যে এক ধরনের জবরদস্ত বিতর্কের সূচনা সাম্প্রতিককালে হয়েছে জার্মান ঐতিহাসিকদের মধ্যে। ইতিহাসের মহৎ ব্যক্তিদের জীবন ও কর্মবিষয়ের

---

* সংশ্লেষণের প্রয়াসকালেও আমরা সেই একই মাননীয় কারিয়েভের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছি। যা:হো'ক, এটা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে মানুষ হল আত্মা ও দেহের সমষ্টিমাত্র, —এই, সহজ সত্যের বাইরে যেতে পারেন নি।

আলোচনাকে কেন্দ্র করে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ঐসব ব্যক্তির রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে ঐতিহাসিক বিকাশের মূল এবং একমাত্র চালিকাশক্তির উৎস দেখতে চেয়েছেন। বিপরীতক্রমে, অন্যেরা বলতে চেয়েছেন যে এধরনের মতবাদ সংকীর্ণতাদোষে দুষ্ট ও একপেশে। এই কথা বলে, শেষোক্ত গোষ্ঠী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ইতিহাস-বিজ্ঞানের কারবার, শুধুমাত্র মহৎ ব্যক্তিদের কার্যকলাপ নিয়ে নয়, ঐতিহাসিক জীবনের গতিপ্রকৃতির সামগ্রিক রূপ-ই তার বিচার্য বিষয় হওয়া শ্রেয়। এই দলের বিশেষ এই প্রবণতার প্রতিনিধি হলেন কার্ল লামপ্রেখট্ যিনি 'জার্মান জনগণের ইতিহাস' নামে এক পুস্তকের রচয়িতা। সি. পি. নিকোলায়েভ্ এটাকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছেন। লামপ্রেখট্-এর বিরোধীরা তাঁর রচনায় বস্তুবাদ ও কালেক্‌টিভিজম্-এর গন্ধ খুঁজে পেয়ে তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তাঁকে 'সেই ভয়ংকর আপদ'এর সঙ্গে তুলনীয় জ্ঞান করেছেন তাঁরা,—যে আপদটি 'সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক নাস্তিক সম্প্রদায় নামে তাঁর নিজেরই উত্থাপিত বিতর্কের ফসল হিসেবে তাঁর রচনায় বিধৃত হয়ে আছে। লামপ্রেখট্-এর মতামতগুলোকে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল। এই গো-বেচারা পণ্ডিতপ্রবরের বিরুদ্ধে এ যাবৎ যে সমস্ত কুৎসা করা হয়, তা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। একই সাথে, আমরা উপলব্ধি করেছি যে বর্তমানকালের জার্মান ঐতিহাসিকদের অক্ষমতা রয়েছে ইতিহাসে ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকা নির্ধারণের প্রশ্নটির সুচিন্তিত মীমাংসায়। আমরা তখন স্থির করলাম যে এটা ভাবা যুক্তি ও ন্যায়সম্মত হবে যে রুশ পাঠকদের দৃষ্টিতে সমস্যাটির যথাযথ সমাধান হয়নি। এবং এখনো বেশ কিছু কথা বলা যায় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজনে যার মূল্য এখনো একেবারে হারিয়ে যায়নি।

লামপ্রেখট্ একটা রচনাসম্ভার যোগাড় করেছেন—এতে ঐতিহাসিক সামাজিক পরিবেশে বেশ কিছু স্বনামধন্য কূটনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়কের কার্যকলাপের প্রভাব সম্পর্কে তাঁদের মতামত প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর দ্বারা উত্থাপিত বিতর্কে যা-ই হোক, তিনি অস্থায়ীভাবে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছেন বিসমার্কের কয়েকটা বক্তৃতা ও মতামতের উদ্ধৃতিসর্বস্ব গণ্ডীর মধ্যে। তিনি তাঁর রচনায় উত্তর জার্মান রাইখ্‌স্টাগ্-এর লৌহদৃঢ় চ্যান্সেলারের ১৮৬৯ সালের ১৬ এপ্রিল তারিখের বক্তৃতার অংশবিশেষের উল্লেখ করেছেন :

"আমরা অতীতের ইতিহাসকে অবজ্ঞা করতে পারছি না ; তেমনি, আমরা, ভদ্রমহোদয়গণ, ভবিষ্যৎ রচনাও করতে পারি না। আমি একটা বিরাট ভুল পদক্ষেপের বিষয়ে আপনাদের সতর্ক করে দিতে চাই। এই ভুলের ফাঁদে পড়ে কিছু লোকে তাদের সময়কে তাড়িয়ে দিয়ে চলে ; তাদের মাথায় থাকে তখন

যে এইভাবে তারা সময়কে দ্রুত লয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ঘটনাপ্রবাহের ওপর আমার প্রভাব—যে ঘটনাগুলো থেকে প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার আমি করে নিতে পেরেছি—প্রায়শই মাত্রাতিরিক্তভাবে বাড়িয়ে বলা হয়। তা সত্ত্বেও, কারোর মনে এই দাবি দানা বেঁধে উঠবে না যে ইতিহাস রচনার একটা বড় দায়িত্ব রয়েছে আমার ওপর। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি সেটা করতে পারি না আপনাদের সাহচর্য নিয়েও, যদিও গোটা বিশ্বের বিরুদ্ধে একযোগে দাঁড়িয়ে যেতে পারি। আমরা ইতিহাস রচনা করতে পারি না। আমাদের অপেক্ষা করাটাই বোধহয় শ্রেয় যখন এটা রচিত হচ্ছে। আমরা একটা ফলকে পাকিয়ে তোলার ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে পারি না, তার নীচে প্রদীপ জেবলে। এবং পেকে যাওয়ার আগেই কোন ফল পেড়ে নিলে আমরা তার বেড়ে-ওঠার কাজটাকেই বাধা দিয়ে নষ্ট করবো।" জলির প্রামাণিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে, লামপ্রেখ্‌ট্‌ কতগুলো মতমতের উল্লেখ করেন। ফ্রাংকো-প্রশীয় যুদ্ধের[৬] সময় বিসমার্কের মুখে এটাই শোনা যেত। এখানে দেখা যায়, আবার সেই অন্তর্নিহিত ধারণা: "আমরা বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি সৃষ্টি করিতে পারি না কিন্তু ঘটনাপ্রবাহের স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতির সংগে আমাদের মানিয়ে চলতে হবে। এবং যা ইতোমধ্যেই খুব পরিণতরূপ ধারণ করেছে, সেটির সম্বন্ধে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, সুনিশ্চিত হওয়া।" লামপ্রেখ্‌ট্‌ এই কথার মধ্যে গভীরতর প্রজ্ঞাদীপ্ত চরম সত্যটি দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর মতে, বর্তমানকালের ঐতিহাসিকেরা অন্যভাবে চিন্তা করতে পারেন না, যদি তিনি শুধুমাত্র সমর্থ হন ঘটনাগুলির গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করতে এবং তাঁর দৃষ্টিকোণ যেন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থাকে। জার্মানীকে বিসমার্ক কী স্বাভাবিক অর্থনীতির পরিবেশে (Natural Economy) ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন? সে কাজ তার পক্ষে অসম্ভব হতো এমনকি যখন তিনি ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে ছিলেন। আর যা-ই হোক, ঐতিহাসিক অবস্থাগুলো সবচাইতে শক্তিশালী ব্যক্তিদের তুলনায়ও ক্ষমতা বেশি রাখে। একজন মহৎ ব্যক্তির কাছে তাঁর সময়কালের সামগ্রিক প্রকৃতি বা চরিত্র-ই হলো **পরীক্ষামূলকভাবে অভিজ্ঞতালব্ধ আবশ্যকতা।**

এইভাবেই, লামপ্রেখ্‌ট্‌ তাঁর যুক্তির ভিত দাঁড় করাচ্ছেন ; তার ধারণাকে সর্বজনীন আখ্যা দিয়ে। এই 'সর্বজনীন' ধ্যান-ধারণার দুর্বল দিকটা সম্বন্ধে স্পষ্টতই অনেককিছুই বোঝা যাচ্ছে। বিসমার্কের ধ্যানধারণাগুলির যে উদ্ধৃতি তিনি দেখছেন সেগুলি হলো এক মনস্তাত্ত্বিক দলিল হিসেবে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। প্রয়াত জার্মান চ্যান্সেলারের কার্যাবলীর পক্ষে কেউ কেউ হয়ত অনুকূল মত প্রকাশ করবেন না, কিন্তু কারো পক্ষে এটাকে তাৎপর্যহীন বলে

গণ্য করা অসম্ভব। এটা বলাও অবান্তর ব্যাপার হবে যে বিসমার্ক-এর মতবাদের মধ্যে "আত্মসমর্পণবাদ" প্রভাব বিস্তার করে আছে। লাসালে তাঁর সম্পর্কেই মন্তব্য করেছিলেন : "প্রতিক্রিয়ার সেবাদাসেরা কোন বিশিষ্ট বাগ্মী নয়; কিন্তু ভগবানের কৃপায় প্রগতির প্রশ্নটি যেন তাদের মতো কিছু সেবাদাসেরই বিবেচ্য হয়।" তা সত্ত্বেও, এই মানুষই—যিনি মাঝে মাঝে অবিশ্বাস্য রকমের সত্যিকারের শক্তির পরিচয় দিয়েছেন—তিনিই ঘটনাপ্রবাহের স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতির মুখোমুখি, নিজেকে অসহায়জ্ঞান করেছেন কখনো কখনো।

স্পষ্টত নিজেকে তিনি ঐতিহাসিক বিকাশের এক অতি সাধারণ মানের যন্ত্র হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। এই ঘটনাই আবার স্পষ্টত ইঙ্গিত দেয় যে আবশ্যকতার আলোয় প্রকৃতিতে সংঘটিত যে কোন ব্যাপার যার মানসদর্পণে ধরা পড়ে, সে-ই কেবল সেই মুহূর্তে এক বিরাট উদ্যমী রাষ্ট্রনায়ক হতে পারে। কিন্তু শুধু এই অর্থেই, বিসমার্কের মতামতগুলির মূল্য রয়েছে বলা যেতে পারে। সেগুলোকে কখনোই, ইতিহাসে ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকার প্রশ্নের একটি কৈফিয়ত হিসেবে গণ্য করা চলে না। বিস্‌মার্কের মতে, ঘটনাগুলি আপনা থেকেই ঘটে যায় এবং আমরা শুধু নিজেদের আশ্বস্ত করতে পারি, সেসব ঘটনাস্রোতের কোন কোন বিষয় সম্পর্কে—যেগুলি আমাদের সমাজসমস্যা মোকাবিলা করার প্রশ্নে এক যথার্থ প্রস্তুতির পথে ঠেলে দেবে। এই 'যথার্থ প্রস্তুতি'র পরিপ্রেক্ষিত নির্ণয় করার পদ্ধতি একটি ঐতিহাসিক ঘটনাও বটে। তবে সে ধরনের ঘটনা আর যেগুলি আপনা থেকেই ঘটে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? প্রকৃতপক্ষে প্রায় প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনা একই সাথে হলো, পূর্ববর্তী বিকাশের ইতোমধ্যে সুপরিণত সুসংহত স্তর সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কারো-না-কারো 'সুনিশ্চিত' করে দেওয়ার ঘটনা এবং ভবিষ্যতের ফসল হিসেবে প্রস্তুতিকারক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেকার যোগসূত্রও বটে। তাহলে 'সুনিশ্চিত' হওয়ার কার্যাবলীর সাথে বস্তুসমূহের স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতির তুলনামূলক বিচার কীভাবে হবে? বিসমার্ক স্পষ্টত যা বলতে চেয়েছেন তাহলো ইতিহাসে সক্রিয় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কখনো শক্তিশালী ছিলেন না এবং হবেনও না। এটা অবশ্য একটা সন্দেহাতীত ব্যাপার। কিন্তু আমরা জানতে চাইবো যে তাদের ক্ষমতা—যা কিনা অবশ্যই 'অসীম' কোন ব্যাপারই নয়—কী কী বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল, কোন্ ঘটনাপ্রবাহে, কোন্ বিশেষ পরিস্থিতিতে এটা গড়ে ওঠে এবং কখন এর হ্রাস ঘটে। কী বিস্‌মার্ক, কী ইতিহাসের সার্বিক ধারণায় উদ্বুদ্ধ পরিপোষকেরা—যাঁরা প্রতিনিয়ত তাঁর প্রসঙ্গ টানেন—এই সমস্ত প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে একেবারেই অক্ষম।

সত্যি, লাম্প্রেখট্ অনেক উদ্ধৃতি পূর্ণাঙ্গভাবে তুলে দিচ্ছেন।* যেমন ধরা যাক, ফ্রান্সের সমসাময়িক ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের অগ্রগণ্য প্রতিনিধিদের অন্যতম মনোদের উদ্ধৃতাংশ তুলে দিয়েছেন তাঁর রচনায়ঃ

"ঐতিহাসিকরা অনেকেই ইতিহাসের সেই দিকটার চর্চায় সবচেয়ে বেশি অভ্যস্ত—যে দিকটা মানুষের কাজকর্মের শুধু মনোগ্রাহী, কলরবমুখর এবং অস্থায়ী ক্ষণজীবী অভিব্যক্তির স্বাক্ষর বহন করছে। বড় বড় ঘটনা ও বিরাট ব্যক্তির প্রতি তাঁদের নজর সবচাইতে বেশি। অথচ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বড় বড় আন্দোলন ও মৃদুমন্দগতিতে সাধিত পরিবর্তনের ধারা তাঁদের বড় একটা চোখে পড়ে না। এগুলি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের বিবর্তনের সবচাইতে উৎসাহব্যঞ্জক এবং স্থায়ী অংশ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য; সেই অংশ বেশ খানিকটা যথার্থতার সঙ্গে নিয়মবদ্ধভাবে বিশ্লেষিত হতে পারে। এবং পরিশেষে, নয়া আঙ্গিকে কয়েকটা সূত্রে এই অংশটির নির্যাস একত্র করা চলে। সত্যিকারের তাৎপর্যবহ ঘটনাপ্রবাহ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দকে, এই বিবর্তনের নানান মুহূর্তের চিহ্ন ও প্রতীক ছাড়া আর কোনভাবেই ভাবা যায় না। সমুদ্রবক্ষে দিবালোকের ক্ষণিকের আলোকোজ্জ্বল বর্ণচ্ছটায় চিক্‌চিক্ করা ঢেউগুলো যেমন নিমেষে আছড়ে বড়ে বালুতটে আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষিত হয় তার বর্ণাঢ্য শোভা আগে-পিছে তার কোন সম্পর্ক না রেখেই, তেমনি,—সমুদ্রের বুকের জোয়ার-ভাঁটার বিরামহীন গতির সঙ্গে এই ঢেউগুলোর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের মতোই—ঐতিহাসিক বলে বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনার সঙ্গে আসল ইতিহাসেরও নাড়ীর সম্পর্ক।"

লাম্প্রেখট্ জোর দিয়ে বলেছেন যে মনোদের এই উক্তিটির প্রতিটি কথার পেছনে তাঁর সানন্দ শর্তহীন অনুমোদন রয়েছে। এটা অবশ্য সাধারণ জ্ঞানের বিষয় যে জার্মান পন্ডিতেরা তাঁদের ফরাসী প্রতিপক্ষের সঙ্গে একাসনে বসতে কখনোই রাজি নন। উল্টোদিকে, একথাটা ফরাসী পন্ডিতদের বেলায়ও খাটে। সে কারণে বেলজিয়াম ঐতিহাসিক পারেনি তাঁর রচনা 'ইতিহাসের পর্যালোচনা'র সঙ্গে মনোদের ইতিহাস সম্পর্কিত ধারণার মিল খুঁজে পেয়ে মহানন্দে ঘটনাটির ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, "এই মিলটি বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ। মনে হচ্ছে, এটা প্রমাণ করা যাবে যে নয়া ঐতিহাসিক প্রবণতার কাছে ভবিষ্যতের চাবিকাঠি রয়েছে।"

---

* ল্যাম প্রেখটের দ্বারা রচিত অন্যান্য দার্শনিক ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলীর প্রসঙ্গ নাতুলে, আমরা এখানে উল্লেখ করছি এবং আরো বলে যাব শুধমাত্র একটি প্রবন্ধের কথা। "Der Ausgang des Geschichtswissenschaftlichan Kampfes". Die Zukunft, 1897, No. 44

॥ পাঁচ ॥

আমরা পীরেণির মনোমুগ্ধকর প্রত্যাশার ভাগীদার হতে চাই না। ধোঁয়াটে ও অনির্ণীত কতগুলি ধারণার বশংবদ হয়ে ভবিষ্যৎ চলতে পারে না। মনোদ এবং বিশেষ করে, লামপ্রেখট্-এর ধারণা কতকটা সেরকমই। অবশ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও অর্থনৈতিক অবস্থাগুলির গবেষণামূলক কাজকর্মকে ইতিহাস-বিজ্ঞানের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে মানব-চিন্তার যে বিশেষ প্রবণতা ঘোষণা করছে, তাকে কেউ স্বাগত না জানিয়ে পারে না। এই বিজ্ঞান বড় বড় মাপের অগ্রগতির সূচনা করবে যদি সে-ধরনের প্রবণতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। প্রথমত অবশ্যই এটাকে এক নূতন প্রবণতা হিসেবে গণ্য করায় পীরেণি এক ভুলের শিকার হয়েছেন। এর সূচনা অনেক আগে, উনিশ শতকের সেই বিশের দশকে। গুইজো, মিগনেট, অগাস্টিন থিয়েরী এবং আরো পরে, তোক্‌ভিল এবং অন্যান্য কয়েকজন এই চিন্তা-ধারারই নিষ্ঠাবান ও শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। মনোদ ও লামপ্রেখট্-এর মতবাদ হলো এক পুরনো অথচ চমৎকার মৌলিক ধারণার এক ক্ষীণ অথচ অস্পষ্ট অনুলিপি। দ্বিতীয়ত গুইজো, মিগ্‌নেট ও অন্যান্য ফরাসী ঐতিহাসিকদের মতামত যতই প্রজ্ঞাদীপ্ত হোক না কেন, তাঁদের কালে এসবের অনেকটাই ব্যাখ্যা করা যায়নি। ঐসব ধারণা, ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকার প্রশ্নটির সঠিক সমাধানে সফল নয়। ঐতিহাসিক বিজ্ঞানকে সেই সমস্যার দায়িত্বে যথাযথ হতে হবে যদি এর প্রতিনিধিদের, তাঁদের আলোচ্যবিষয় সম্বন্ধে একপেশে ধারণা ঝেড়ে ফেলতে হয়। ভবিষ্যতের চাবিকাঠি সেই চিন্তাধারার আয়ত্তাধীন,—যা ঐ প্রশ্নেরও, অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে মহত্তম মীমাংসা সম্ভব করে তোলে।

গুইজো, মিগ্‌নেট এবং এই ধারার অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মতামতগুলি ছিল ইতিহাস-সংক্রান্ত আঠারো শতকের ধারণাসমূহের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। এবং এতে তার বিপরীত দিকগুলোই মূর্ত হয়ে উঠেছে। আঠারো শতকে ইতিহাসের দর্শনের ছাত্ররা সবকিছুকেই ব্যক্তির সচেতন ক্রিয়াকলাপের নামান্তর হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। সত্য বটে, এতদসত্ত্বেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ভিকো, মন্টেস্কু এবং হার্ডারের দার্শনিক-ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ আরো অনেক ব্যাপক ও গভীর। কিন্তু আমাদের কারবার ব্যতিক্রমগুলো নিয়ে নয়। আঠারো শতকের চিন্তানায়কদের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ইতিহাস সংক্রান্ত ধারণা হলো, আমরা যেমন বর্ণনা করেছি, ঠিক তাই। এই প্রসঙ্গে ম্যাবলীর ঐতিহাসিক রচনাবলীর সঙ্গে নূতন করে পরিচিত হতে

পারলে ব্যাপারটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ও আকর্ষণীয় হবে। ম্যাব্লীর মতে, মিনোস হলেন ক্রেটানদের সমগ্র সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন এবং নীতি-শাস্ত্রের স্রষ্টা। অন্যদিকে, লাইকারগাস, একই ভূমিকা পালন করেছিলেন স্পার্টার ক্ষেত্রে। যদিও স্পার্টানেরা বৈষয়িক সম্পদকে "তুচ্ছজ্ঞান" করে থাকেন, তার জন্য লাইকারগাসকেই পুরোপুরি দায়ী করা চলে। তিনি তাঁর সমকালীন নাগরিকদের হৃদয়ের একেবারে গভীরে ডুব দিতে পেরেছিলেন এবং সেখানেই বৈষয়িক সম্পদের প্রতি আসক্তির অংকুর বিনষ্ট করে দিয়েছিলেন।* এবং যদি স্পার্টানেরা পরবর্তীকালে বিজ্ঞ লাইকারগাস-প্রদর্শিত পথ থেকে সরে গিয়ে থাকেন, দোষটা বর্তাবে লাইসেন্দারের ওপর। তিনি তাঁদের বুঝিয়েছিলেন যে "ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও পরিস্থিতিতে নূতন প্রতিভা ও নূতন নীতির প্রয়োজন হয়।"** এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে সমস্ত গবেষণাধর্মী লেখা বেরিয়েছে বিজ্ঞানের সংগে তার সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ এবং রচনাগুলো হয়েছিল তাঁদেরই নির্যাস বলে অনুমিত নৈতিক 'শিক্ষামালার' প্রয়োজনে প্রচারিত কথামৃতবিশেষ। এইসব মতবাদের বিরুদ্ধে রাজতন্ত্রের পুনরাবির্ভাবের যুগে ফরাসী ঐতি-হাসিকরা বিদ্রোহ করেছিলেন। আঠারো শতকের শেষদিকে বিরাট বিরাট ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর এই চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া খুবই অসম্ভব ব্যাপার হয়েছিল যে ইতিহাস, সেসব মহৎ ও আলোকোজ্জ্বল এবং মোটামুটিভাবে অসাধারণ ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয়, যাঁরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী অনালোকিত অথচ অনুগত জনগণের মনের আঙিনায় কিছু আবেগ ও ধ্যান-ধারণা সঞ্চারিত করে থাকেন।

তাছাড়া এই ইতিহাসদর্শন বুর্জোয়া তত্ত্ববিদ্দের আভিজাত্যহীন গর্ববোধ ও নাকউঁচু মনোভাবের মূলে বেজায় আঘাত হেনেছিল। বুর্জোয়া নাটকের উত্থানকালে আঠারো শতকে অভিব্যক্ত একই ধরনের আবেগানুভূতির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন তাঁরা। ঘটনাক্রমে, পুরনো ঐতিহাসিক মতামতের বিরোধিতা করতে গিয়ে থিয়েরী, প্রাচীন যুগের নন্দনতত্ত্বের বিরুদ্ধে বিউমারু-কাইজ্ ও অন্যান্যদের সমর্থনপুষ্ট একই যুক্তি বিজ্ঞান উপস্থিত করলেন।***

সবার শেষে, ফ্রান্সের জনজীবনে সদ্যসংঘটিত আলোড়নসৃষ্টিকারী ঝড়ের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা খুবই স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ শুধুমাত্র মানুষের সচেতন ক্রিয়াকলাপ দ্বারা স্থিরীকৃত হয় না। এই ঘটনাই

* ম্যাবলীর সম্পূর্ণ রচনাবলী, লণ্ডন, ১৭৮৯, দ্রষ্টব্য।

** ম্যাব্লীর সম্পূর্ণ রচনাবলী, পৃঃ ১০১

*** ফ্রান্সের ইতিহাসের ওপর রচিত তাঁর প্রথম পত্রের সঙ্গে তুলনীয় বিউমারকাইজ্-এর রচনাসংগ্রহের প্রথম খণ্ডের নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধাবলী।

এই ধারণাসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ছিল যে সে-সমস্ত ঘটনার উৎপত্তি, কতগুলো দুর্জ্ঞেয় আবশ্যকতার প্রভাবে সম্ভব হয়েছিল। এই ঘটনাবলীর পেছনে কিছু একটা প্রভাব অন্ধভাবে সক্রিয় ছিল, প্রাকৃতিক ভৌতশক্তির মতো এবং অপরিবর্তনীয় কিছু বিধান অনুযায়ী তা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। এটা সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—যদিও আমাদের অর্জিত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানসমূহের ভিত্তিতে বলা যায় যে আজ পর্যন্ত এটা উপেক্ষণীয় ঘটনা—যে ইতিহাস-সম্পর্কিত নয়া মতবাদগুলি এক সূত্রনির্ভর পদ্ধতি হিসেবে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ আকারে ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর রচনাসংগ্রহে, পুনরাবির্ভাবের যুগের ফরাসী ঐতিহাসিকদের দ্বারা প্রযুক্ত হয়েছিল।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে মিগনেট ও থিয়েরস-এর রচনাবলীতে ঠিক এই ধারণা অভিব্যক্ত হয়েছিল। শ্যাতুব্রিয়াঁদ ইতিহাসের এই নতুন প্রবাহকে ভবিতব্যবাদী বলে চিহ্নিত করেছিলেন। গবেষকের সামনে এই নয়া চিন্তাধারা যে সমস্ত ইতিকর্তব্য উপস্থিত করেছে, সেগুলি সূত্রায়িত করে তিনি বলেন: "এই পদ্ধতিতে, ঐতিহাসিকের কর্তব্য হলো, কোনপ্রকার বিদ্বেষমূলক মনোভাব ছাড়াই দুনিয়ার নিষ্ঠুরতম ক্রিয়াকলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া এবং সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাবে মহত্তম গুণাবলীর আলোচনা করা। তাঁর উচিত শীতলদৃষ্টিতে সমাজকে কয়েকটি অপ্রতিরোধ্য সূত্রের আয়ত্তাধীন ব্যাপার বলে গণ্য করা। ঠিক এই সূত্রগুলির জন্যই প্রতিটি ঘটনা ঘটে থাকে, তেমনভাবেই, যেমনটি গোড়া থেকেই অনিবার্যভাবে ঘটনা বলে ভাবা গিয়েছিল।"* এটা অবশ্যই একটা ভুল চিন্তাধারা।

নয়া মতবাদ অবশ্যই ঐতিহাসিকের মধ্যে কোন নিষ্ক্রিয়তার দাবি করে বসেনি। অগাস্টিন থিয়েরী একেবারে খোলাখুলিভাবে বলেছিলেন যে গবেষকের মনের তীক্ষ্ণতাবৃদ্ধি করার মাধ্যমেই রাজনৈতিক আবেগোচ্ছ্বাস-সমূহ সত্যকে পুনরাবিষ্কারের শক্তিশালী উপায় হিসেবে কাজ করতে পারে।**

গুইজো, থিয়েরস বা মিগনেট-এর রচনাবলীর সঙ্গে ন্যূনতম পরিচয়মাত্র যে কেউ বুঝতে সমর্থ হবেন যে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জগতের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের লড়াই-এ তাঁদের প্রতি এইসব লেখকের প্রবল সহানুভূতি ছিল। সেইসঙ্গে উদীয়মান সর্বহারা শ্রেণীর দাবিদাওয়া দমনের সার্বিক বুর্জোয়া

---

* শ্যাতুব্রিয়াঁদ-এর সম্পূর্ণ রচনাবলী: প্যারিস, ১৮৬০, সপ্তম খন্ড, পৃঃ ৫৮, আমাদের পাঠকসমাজকে তার পরের পাতাটি পড়ে দেখতে বলছি; মনে হবে যেন তা এন. মিখাইলভস্কিরই লেখা।

প্রচেষ্টার পেছনে এঁদের সায়ও ছিল। কিন্তু বিতর্কের জোয়ালমুক্ত মোদ্দা কথা হলো—ইতিহাস সম্পর্কিত এই নয়া মতবাদ উনিশ শতকের বিশের দশকে জন্মলাভ করেছিল, অর্থাৎ সেই সময়টায় যখন বুর্জোয়াশ্রেণী ইতোমধ্যেই আভিজাত্যকে জয় করে ফেলেছিল যদিও শেষোক্তরা পুরনো সুযোগসুবিধার কিছু কিছু পুনরুদ্ধার করার জন্য তখনো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

স্বশ্রেণীর বিজয়সম্পর্কিত এক গর্বোদ্ধত চেতনা, নয়া মতবাদের ঐতিহাসিকদের সমস্ত যুক্তিতর্কের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। এবং যেহেতু, বুর্জোয়াশ্রেণীর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শৌর্যদীপ্ত শিষ্টাচার ব্যাপারটা কখনো ছিল না। সেহেতু, এই শ্রেণীর সুশিক্ষিত প্রতিনিধিবৃন্দের যুক্তিতর্কের মধ্যে মাঝে মাঝে পরাজিতদের প্রতি রুক্ষতা প্রকাশ পায়। সুইনো তাঁর বিতর্কভিত্তিক রচনাবলীর একটিতে লিখেছিলেন : "সবচাইতে শক্তিশালী লোকেরা দুর্বলদের নিঃস্ব করে ফেলে এবং এর মধ্যে অন্যায় কিছু নেই।" শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কোন অংশেই কম রূঢ় ছিল না। এই রুক্ষতাই কখনো কখনো শান্ত নিরুত্তাপ নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গির আকার ধারণ করেছিল যা দেখে শ্যাতুব্রিয়াঁদ ভুল বুঝেছিলেন। এর ওপর, তখনো পর্যন্ত এটা পরিষ্কার ছিল না ঐতিহাসিক অগ্রগতির সূত্রনির্ভর ব্যাপারটিকে কীভাবে আত্মস্থ করতে হবে। চূড়ান্তভাবে নয়া মতবাদ, ভবিতব্যবাদী মনে হতে পারে কারণ দৃঢ়ভাবে বিধিনির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণের পরিপ্রেক্ষিত আঁকড়ে ধরার অদম্য প্রয়াসের পরিণতিস্বরূপ দেখা গেল যে ইতিহাসের মহান ব্যক্তিত্বসমূহকে এই চিন্তাধারা কোন আমলই দিতে চায়নি।* আঠারো শতকের ঐতিহাসিক ধ্যান ধারণাগুলির আশ্রয়ে হৃষ্টপুষ্ট যাঁরা, তাঁদের পক্ষে এই নয়া মতবাদের সংগে একাত্ম হওয়া অসম্ভব ছিল। নয়া মতবাদের প্রতি প্রবল বিরুদ্ধতা সমস্ত দিক থেকে স্রোতের মতো আসতে লাগলো। ফলে এক নতুন বিতর্কের সূচনা হলো। আমরা দেখেছি, এই বিতর্কের আজও অবসান হয়নি।

১৮২৬ সালের জানুয়ারি মাসে 'গ্লোব" পত্রিকায় প্রকাশিত সন্ত্ বিউভে,

---

* মিগনেটের ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসের তৃতীয় সংস্করণের পর্যালোচনা শেষে সন্ত বিউভে মহৎ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে ঐ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে লিখেছিলেন : "ব্যাপক ও সুগভীর গণ-অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি শুধু জনচিত্তের বিক্ষোভের কথাই লিপিবদ্ধ করে গেছেন এবং ঐসব বিদ্রোহের সময় মহান প্রতিভাধরদের এবং মহৎ ধার্মিক সাধুসন্তদের মধ্যে অপদার্থতা ও অন্তঃসারশূন্যতা ব্যতীত আর কিছুই তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি, ঐ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এমন হয়েছিল যে তিনি তাঁদের সবার মধ্যে দুর্বলতাই শুধু দেখতে পেয়েছিলেন আর জনগণের সংগে সংযুক্ত না হলে তাঁদের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কিছু করা অসম্ভব বলেই তাঁর মনে হয়েছে।"

থিয়েৰ্স-এর ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে এর পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ডের পর্যালোচনা প্রসংগে লিখলেন : "যে কোন মুহূর্তে একটি মানুষ তার নিজের ইচ্ছার আকস্মিক সিদ্ধান্তের দ্বারা, ঘটনাপ্রবাহে এক নূতন, অপ্রত্যাশিত ও পরিবর্তনীয় শক্তি সঞ্চারিত করতে পারেন। এবং এই শক্তিই সে প্রবাহে এক পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। কিন্তু সেই শক্তির কোন মাপকাঠি নেই কারণ তার নিজের ভেতরেই পরিবর্তনধর্মিতা সক্রিয় রয়েছে।"

এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে সন্ত বিউভের মত ছিল যে মানুষের ইচ্ছের "আকস্মিক সিদ্ধান্তগুলো" কোনপ্রকার হেতু ছাড়াই দেখা দিতে পারে। মোটেই তা নয়। কেননা, তাহলে তা অতি সরলীকরণের দোষে দুষ্ট হবে মাত্র।

তিনি শুধু বিষয়টার ওপর জোর দিতে বলেছেন যে জনজীবনে মোটামুটিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন যে মানুষ—তাঁর মানসিক ও নৈতিক গুণাবলী—তাঁর প্রতিভা, জ্ঞান, দৃঢ়তা বা অস্থিরচিত্ততা, সাহস বা ভীরুতা, এবং এইরকম আরও গুণাগুণ। ঘটনাপ্রবাহের গতি ও ফলাফলের ওপর তার মারাত্মক প্রভাব বিস্তার না করেই পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সমস্ত গুণ, শুধুমাত্র জাতির বিকাশের সাধারণ সূত্রগুলো দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় না। এগুলো প্রায় সর্বদাই এবং অনেক অনেক মাত্রায় ব্যক্তিগত জীবনের আকস্মিক যোগাযোগের সংগতিসূচক ফলাফল হিসেবেই বিকশিত হতে থাকে। আমরা এই ধারণার ব্যাখ্যা করতে কয়েকটি দৃষ্টান্তের শরণাপন্ন হবো, যা ঘটনাচক্রে ঠিক যেমনটি আছে, তেমনভাবেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনে উত্তরাধিকারের যুদ্ধে,[৮] ফরাসী সেনাবাহিনী কয়েকটি যুদ্ধে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছিল এবং মনে হয়েছিল এখন বেলজিয়াম বলে যে দেশ পরিচিত, তার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের দখল ছেড়ে দিতে অষ্ট্রিয়াকে বাধ্য করতে সক্ষম হবে ফ্রান্স। পঞ্চদশ লুই অবশ্য সেই 'ছাড়' চেয়ে বসেননি কারণ তাঁর কথানুযায়ী, তিনি রাজকীয় সংগ্রামে রত, বণিকসুলভ কোন ব্যাপার এখানে অনুপস্থিত। এই কারণে ফরাসীরা আচেন-এর শান্তিচুক্তি দেখে কিছুই পেলো না।[৯] পঞ্চদশ লুই যদি অন্যধরনের মানুষ হতেন বা তাঁর স্থানে যদি অন্য কেউ নৃপতি হতেন, ফ্রান্সের অধিকৃত এলাকার পরিসর অনেকখানি বৃদ্ধি পেত এবং ফলত সেদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ কতকটা ভিন্নখাতেই মোড় নিত।

সাধারণ জ্ঞান যা বলে, সে অনুযায়ী ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়ার সংগে মৈত্রী স্থাপন করে বিখ্যাত সাতবছর ব্যাপী যুদ্ধ[১০] চালিয়ে গেল। এবং কথিত আছে, সে মৈত্রী, মাদাম দ্য পোম্পাদোর নিবিড় সাহচর্যের ফলশ্রুতি। গর্বোদ্ধতা মারিয়া থেরেসা তাঁর কাছে লেখা এক পত্রে "ভগিণী" বা 'প্রিয় বান্ধবী' বলে

সম্বোধন করায় তিনি বেশ বিহ্বল চিত্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ থেকে যে কেউ নিঃসন্দেহে বলতে পারে যে পঞ্চদশ লুই যদি নীতিবোধের প্রশ্নে এক দৃঢ়চিত্তের মানুষ হতেন বা তাঁর প্রিয় সঙ্গিনীদের মোহজালে খুব বেশী আত্ম-নিবেদন না করতেন, মাদাম দ্য পোম্পাদোঁ ঘটনাপ্রবাহের ওপর অতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন না। সেক্ষেত্রে ঘটনাসমূহের গতিপ্রকৃতি অন্য-দিকে বাঁক নিত।

আরও বলা যায়, ফ্রান্স সাতবছরব্যাপী এই যুদ্ধে ব্যর্থতার সাক্ষ্য বহন করেছিল। তার সেনানায়কেরা বেশ কয়েকটা অপমানজনক ও লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করে নিতে বাধ্য হয়। সাধারণভাবে তাঁদের হাবভাব ও চালচলন "অদ্ভুত" বললে যথেষ্ট হবে না। রিচিল্যু লুঠতরাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখলেন এবং সোবাইস ও ব্রগ্‌লি নিজেদের মধ্যে কলহে ও পারস্পরিক বাক্‌বিতণ্ডার কাজে মেতে উঠলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যখন ব্রগ্‌লি ভিলিংহুসেন-এর শত্রুদের আক্রমণ করছিলেন, সোবাইস গোলাবর্ষণের আওয়াজ শুনেও তাঁর সাথীদের সাহায্যার্থে পরিকল্পিতভাবে বেরিয়ে পড়েন নি। এবং কোন সন্দেহ নেই, এটাই করা উচিত ছিল তাঁর। ফলে, ব্রগ্‌লি পশ্চাদ্‌পসরণে বাধ্য হলেন।* অবিশ্বাস্যরকমের অপদার্থ সোবাইস্‌ উপরিল্লিখিত মাদাম দ্য পোম্পাদোঁর একান্ত আশ্রিত ছিলেন। আবার এটা বলা যেতে পারে যে পঞ্চদশ লুই যদি অতটা ইন্দ্রিয়াসক্ত না হয়ে পড়তেন কিংবা তাঁর প্রিয় সঙ্গিনী যদি রাজনীতিতে অতটা মাথা না ঘামাতেন, তাহলে অতটা প্রতিকূল পরিবেশে ফ্রান্সকে পড়তে হতো না।

ফরাসী ঐতিহাসিকরা বলেন যে ফ্রান্সের পক্ষে ইউরোপীয় মহাদেশে যুদ্ধ বাধাবার কোন দরকার ছিল না। তার সমস্ত প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিল তার নৌসেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির মধ্যে। যাতে ব্রিটিশ-আগ্রাসনের সমস্ত সম্ভাবনার বিরুদ্ধে তার উপনিবেশগুলিকে রক্ষা করা যায়। এক্ষেত্রে ফ্রান্সের এই ঠিক বিপরীতধর্মী কার্যকলাপের মূলে আবার সেই অপ্রতিরোধ্য মাদাম দ্য পোম্পাদোঁ ছিলেন, যিনি তাঁর 'প্রিয় বান্ধবী' মারিয়া থেরেসাকে তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। সাত বছরের যুদ্ধের পরিণতিস্বরূপ, ফ্রান্স খুইয়ে বসলো তার সবচাইতে চমকপ্রদ উপনিবেশগুলি। এই ঘটনা সন্দেহাতীতভাবে তার অর্থ-নৈতিক সম্পর্কগুলির বিকাশের ক্ষেত্রে বিরাট বাধাস্বরূপ হয়েছিল। এক্ষেত্রে,

---

* ঘটনাক্রমে, অন্যেরা বলেন, সোবাইস নন, ব্রগ্‌লিকেই তাঁর কমরেডের জন্য তিনি অপেক্ষা না করায়, দায়ী করা চলে। কারণ, তাঁর সঙ্গে তিনি (ব্রগ্‌লি) জয়ের গৌরব ভাগা-ভাগি করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। আমাদের কাছে এই ঘটনার কোন পৃথক তাৎপর্য নেই, কারণ কোনভাবেই ব্যাপারটির রদবদল ঘটাতে পারেনি।

নারীসুলভ দাম্ভিকতা, অর্থনৈতিক বিকাশের এক প্রভাবশালী বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

অন্যান্য যেসব দৃষ্টান্ত রয়েছে—সেগুলোর ব্যাখ্যার কী আর দরকার আছে? আমরা আর একটি ঘটনার উল্লেখ করবো। এটা সবচাইতে অবাক করার মতো ব্যাপার বলে বিবেচিত হতে পারে। ১৭৬১ সালের আগস্ট মাসে, উপরিল্লিখিত সাত বছর মেয়াদী যুদ্ধে অস্ট্রিয়ান সেনাবাহিনী সাইলেসিয়াতে রুশ সেনাবাহিনীর সংগে যুক্ত হওয়ার পর, ফ্রেডরিককে স্ট্রিগাউ-এর কাছে ঘিরে ফেলে। ফ্রেডরিকের অবস্থাটা ছিল একেবারে নাজেহাল। কিন্তু আক্রমণ সংগঠনে মিত্রদলের টালবাহানা থাকায় এবং শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে কুড়ি দিনব্যাপী নিষ্ক্রিয়তার পরিণতিস্বরূপ জেনারেল বাটারলিন সাইলেসিয়া থেকে তাঁর সমস্ত শক্তি প্রত্যাহার করে নিলেন। শুধু একটা অংশ থেকে গেল অস্ট্রিয়ান জেনারেল লডনের শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য। শেষোক্ত ব্যক্তি স্যুইডনিৎজ্ দখল করে বসলেন এবং সেখানে ফ্রেডরিক তাবু খাটিয়ে ছিলেন। কিন্তু এই জয়ে বিশেষ কিছু এগোলো না। কিন্তু যদি বাটারলিন বেশ দৃঢ়চেতা মানুষ হতেন, তবে কী হতো? কিংবা, ভাবা যেতে পারে, মিত্রবাহিনী যদি ফ্রেডরিকের নড়েচড়ে বসার আগেই, তাঁর শিবির স্থাপন করার আগেই, আক্রমণ করে বসতেন? তাঁরা তাঁর চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটাতে পারতেন এবং সেক্ষেত্রে, বিজয়ীপক্ষের সমস্ত দাবির কাছে তাঁকে নতিস্বীকার করতে হতো। এবং এই ঘটনা ঘটল, আর একটি আকস্মিক ঘটনার মাত্র মাসকয়েক আগেই—সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের মৃত্যুর কিছু আগে। সেই ঘটনাও ফ্রেডরিকের অনুকূলে[১১] গোটা পরিস্থিতিকে অনেকটা পাল্টে দিল। এখন জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে—বাটারলিন যদি দৃঢ়স্বভাবের মানুষ হতেন, তাহলে কী হতো কিংবা সুভরভের মতো মানুষ যদি তাঁর জায়গায় কর্মরত থাকতেন তাহলেই বা কি হতো?

ভবিতব্যবাদী ঐতিহাসিকদের মতামত বিশ্লেষণকালে সন্ত বিউভে আর একটা বিবেচনাযোগ্য বিষয়ের অবতারণা করেছেন। সেটা লক্ষ্যণীয় ব্যাপারও হবে। মিগনেটের রচনা 'ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসের' উপরিল্লিখিত পর্যালোচনা প্রসংগে তিনি যুক্তি দিলেন: ফরাসী বিপ্লবের গতিপ্রকৃতি ও ফলাফল স্থিরীকৃত হয়েছিল শুধুমাত্র সাধারণ কতগুলো কারণের দ্বারা সংঘটিত হওয়ার পরিণতি হিসেবে নয়। এমন কি শুধুমাত্র তৎপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ভাবাবেগসমূহের দ্বারাও এটা সম্ভব হয়নি। এর সংগে যুক্ত হয়ে আছে, অসংখ্য ছোটখাট ঘটনাগুলির প্রভাব—যা গবেষকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে এবং যা এমন কি, সামাজিক ঘটনাস্রোতের মূলপ্রবাহের অন্তর্গত ছিল না। তিনি লিখলেন:

"একদিকে, যখন এই সাধারণ কারণগুলো এবং তাদের ফলে উদ্ভূত ভাবাবেগগুলো কাজ করছিল, তখন প্রকৃতির ভৌত ও মনস্তাত্ত্বিক শক্তিগুলো নিষ্ক্রিয় ছিল না। পাথরগুলো মাধ্যাকর্ষণের সূত্রসমূহের প্রতি আনুগত্য মেনেই চলছিল। শিরায় উপশিরায় রক্ত সঞ্চালন থেমে থাকেনি। ঘটনাপ্রবাহের গতির অভিমুখ কী পরিবর্তিত হতো না যদি মীরাবুঁ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে না পড়তেন? কিংবা যদি আকস্মিকভাবে ইষ্টকবর্ষণে রবস্পীয়রের জীবনদীপ নির্বাপিত হতো বা নিদেনপক্ষে, বোনাপার্ট বুলেটবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারাতেন? এবং আপনি তখন কী সাহস করে বলতে পারতেন যে ফলাফলটা একই থাকত? এইরকমভাবে আমার অনুমিত এই সমস্ত আচমকা ঘটনা যদি সত্যি সত্যি হতো, আপনার মতানুসারে ফলাফল বর্তমানে যা হয়েছে, তখন হতো ঠিক তার বিপরীত।

"আমার সেসব আকস্মিক ঘটনা অনুমান করার অধিকার অবশ্যই আছে, কারণ বিপ্লবের সাধারণ কারণগুলো বা ঐসবের থেকে উৎসারিত ভাবাবেগগুলো ঐগুলোকে নাকচ করে দেয় না।"

তারপর তিনি সেই সুপরিচিত পর্যবেক্ষণের উল্লেখ করে বলেন যে ইতিহাস অন্য পথে বাঁক নিত যদি ক্লিওপেট্রার নাক আর একটু খ্যাঁদা হতো। সিদ্ধান্ত টানতে গিয়ে তিনি বললেন যে মিগনেটের মতামতের সপক্ষে অনেক কথাই বলা যাবে। কিন্তু সাথে সাথেই তিনি লেখকের ত্রুটি বিচ্যুতির উৎসও দেখিয়েছেন।

মিগনেট শুধুমাত্র সাধারণ কারণগুলোর ক্রিয়াকলাপের ফলে ঐতিহাসিক পরিণতিগুলো ঘটে বলে বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু ঐসব সাধারণ কারণের সঙ্গে আরও অনেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, দুর্জ্ঞেয় ও অ-দেখা কারণের সংযুক্তি হওয়ার ফলে সেটা সম্ভব হয়েছে। তাঁর কঠিনকঠোর যুক্তিবাদী মন, ধারাবাহিকতা, সুশৃংখলা ও নিয়ম-রীতির সঙ্গে সম্প্রবহীন কোনকিছুর অস্তিত্বকে মেনে নিতে সরাসরি অস্বীকার করেছিল।

॥ ছয় ॥

সন্ত্ বিউভের আপত্তিগুলো কী যথার্থ? আমার মনে হয়, এর মধ্যে খানিকটা সত্যতা রয়েছে। কিন্তু কতটা? এটা স্থির করতে গেলে, আমাদের পরীক্ষা করা উচিত, সেই ধারণাটি যে একটি মানুষ, তার ইচ্ছের আকস্মিক কতগুলো সিদ্ধান্তের দ্বারা ঘটনাপ্রবাহে প্রবিষ্ট করেন নূতন শক্তি। এই শক্তি, সেই প্রবাহের ওপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে। আমাদের মনে হয়,

সেটা যথোপযুক্তভাবে ব্যাখ্যা করার মতো বেশ কয়েকটা উদাহরণ আমরা উপস্থিত করতে পেরেছি। এখন ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত নিয়ে আমাদের কিছু চিন্তাভাবনা করা যাক।

এটা একটা সাধারণ জ্ঞানের বিষয় যে ফ্রান্সের সামরিকবাহিনী, পঞ্চদশ লুই-এর রাজত্বকালে বেশ দ্রুতলয়ে অধঃপতনের রাস্তা বেছে নিয়েছিল। সাত বছরব্যাপী সেই বহু আলোচিত যুদ্ধের সময়ে হেনরী মার্টিনের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী অসংখ্য পতিতা, ব্যবসায়ী ও চাকরবাকর সর্বদা ফরাসী সেনাবাহিনীর অনুগমন করতো এবং এই বাহিনীর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল, ভারবাহী ঘোড়ার সংখ্যার তুলনায় এর প্রায় তিনগুণ জিন আঁটা ঘোড়া, দারিয়াস এবং জারেক্সেস*-এর দস্যুবাহিনীর সঙ্গে ঐ ফরাসী সেনাবাহিনীর সাদৃশ্য যতটা ততটা তুরেণীর বা গুস্তাভ্ আদোলফের সঙ্গে ছিল না। সেই যুদ্ধে, ইতিহাস বর্ণনায় আর্কেনহোল্‌ৎজ্ বলছেন যে নৈশপ্রহরার কর্তব্যপালনে নিযুক্ত ফরাসী অফিসারেরা সব কাজের দফারফা করে কাছেপিঠে কোথাও প্রমোদনৃত্য করতে বেরোতেন এবং শুধুমাত্র নিজেদের মর্জি ও সুবিধামতো তাদের উর্ধ্বতন অফিসারদের হুকুম মান্য করতেন। সেই সামরিক নিয়মসমূহের আমোঘজনক 'নয়ছয়' অবস্থার মূলে ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের চরম অধোগতি। এঁরা সেনাবাহিনীতে সমস্ত পদ আগলে রেখেছিলেন এবং 'প্রাচীন শাসনব্যবস্থার' বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এতে। সেই ব্যবস্থার অন্ত্যেষ্টিসঙ্গীতের আয়োজন বেশ দ্রুততার সঙ্গেই তাঁরা সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। এইসব সাধারণ কারণ, সাত বছরব্যাপী যুদ্ধের পরিণতিকে, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে পরিচালনা করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সন্দেহ নেই, সোবাইসের মতো সেনানায়কদের অযোগ্যতা ও অপদার্থতা, ফরাসী সেনাবাহিনীর পরাজয়ের সাধারণ কারণোদ্ভূত সম্ভাবনাগুলোকে বহুগুণ বাড়াবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। যেহেতু, সোবাইসের মতো সেনানায়কদের পরিণতি মাদাম দ্য পোম্পাদোঁর 'আশ্রয়ধন্য' রূপে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল, সেজন্য দর্পিত ও উদ্ধত মার্কুইজকে, ফ্রান্সের পক্ষে, সাত বছরব্যাপী যুদ্ধের গোটা ব্যাপারটার সামগ্রিক কারণগুলোর ফলে উদ্ভূত, ফ্রান্সের পক্ষে, বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টির অন্যতম উপাদান হিসেবে স্বীকার করতেই হবে।

মার্কুইজ্ দ্য পোম্পাদোঁর নিজস্ব শক্তির তেমন কোন প্রভাব ছিল না। রাজার কর্তৃত্বের শক্তিতেই তাঁর শক্তি ; শুধু তফাৎ এই, রাজাকে তাঁর নিজের ইচ্ছাশক্তির কাছে পদানত করে রেখেছিলেন। এটা কী আদৌ বলা ঠিক হবে,

* ফ্রান্সের ইতিহাস : পঞ্চদশ খণ্ড, পৃঃ ৫২০-২১

পঞ্চদশ লুই-এর প্রকৃতি, ফ্রান্সে সামাজিক সম্পর্কসমূহের সাধারণ গতিপ্রবাহের মাপকাঠিতে একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যা হওয়া আবশ্যক ছিল, ঠিক তাই ছিল ? না। সেই বিকাশের একই পর্যায়ে, তাঁর স্থানে হয়ত আর এক নৃপতির অভিষেক হতো যিনি নারীজাতির প্রতি অন্য দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতেন। সন্ত বিউভে হয়ত বলবেন যে ঐ ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার পক্ষে লোকচক্ষুর আড়ালের মানসিক কারণগুলোই যথেষ্ট। তাঁর এই উক্তিটির মধ্যে সত্যতা রয়েছে। কিন্তু যদি তাই হয়, তাহলে এটা অবশ্যই দ্রষ্টব্য যে সাত বছরব্যাপী ঐ যুদ্ধের গতি ও পরিণতিকে প্রভাবিত করে ঐ একান্ত গোপনীয়, দেহতত্ত্ব-গত প্রবণতাগুলো,—যেগুলো ফ্রান্সের পরবর্তী বিকাশের পথে প্রভাব বিস্তার করতে পারতো, সাতবছর ধরে সংঘটিত ঐ যুদ্ধের পরিণতিস্বরূপ তার উপ-নিবেশ সমূহের বিরাট অংশ ফ্রান্স খুইয়ে না বসলে ঐ প্রবণতাগুলো কার্যত প্রাধান্য বিস্তার করতো। তবে এই বিকাশ ভিন্নতর হতো। এই সিদ্ধান্ত কী সুনির্দিষ্ট সূত্রসমূহ দ্বারা পরিচালিত সামাজিক বিকাশের ধারণার বিরোধী ?

না, অবশ্যই তা নয়। যদিও আলোচ্য ঘটনাগুলোয় ব্যক্তিগত গুণাগুণের প্রভাব তর্কাতীতভাবে রয়েছে, এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে তা সফল হতে পারে একমাত্র বিশেষ সামাজিক অবস্থার অধীনে। রসবাখ-এর যুদ্ধশেষে সোবাইসের আশ্রয়দাত্রীর প্রতি ফরাসী জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। প্রত্যহ অসংখ্য উড়ো চিঠি তাঁর কাছে আসত। ভয়ভীতি ও চূড়ান্ত অপমানের সাক্ষ্য থাকতো তাতে। এর ফলে মাদাম দ্য পোম্পাদোঁর নিদারুণ অস্বস্তিতে ভুগতেন, অনিদ্রাজনিত রোগ তাঁকে পেয়ে বসতো।*

কিন্তু সোবাইসকে রক্ষা করার কাজ তিনি ভালভাবেই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৭৬২ সালে তাঁর কাছে লেখা একখানা পত্রে তিনি জানালেন : 'সোবাইস-এর ওপর আস্থার মর্যাদা তিনি রক্ষা না করলেও,' তিনি লিখলেন, "ভয় করো না, আমি তোমার স্বার্থরক্ষা করে যাবো শেষ দিন পর্যন্ত। যাতে রাজা তোমাকে অনেকটা সহজভাবে মেনে নিতে পারেন, সে চেষ্টার কোন ত্রুটি থাকবে না আমার তরফ থেকে।"** এখানে দেখা যাচ্ছে মাদাম জনমতের কাছে মাথানত করেননি। তিনি তা করেননি কেন ? সম্ভবত কারণটি হলো, ফরাসী সমাজে ঠিক ঐ পরিস্থিতিতে তাঁকে বাধ্য করার মতো কোন পথ খোলা ছিল না। কিন্তু ঐ সময়কার ফরাসী সমাজ তা করতে অসমর্থ ছিল কেন ? তা ব্যর্থ হয়েছিল ঐ সময়কার ফরাসী সমাজের সাংগঠনিক বিশিষ্টতার জন্য—যা কিনা স্থিরী-

---

* মাদাম দ্য হোসেত-এর স্মৃতিকথা, প্যারিস, ১৮২৪, পৃঃ ১৮১

** মার্কুস দ্য পোম্পাদোঁর পত্রাবলী, লন্ডন, ১৭৭২, প্রথম খণ্ড।

কৃত হয়েছিল ঐ সময়কার সামাজিক শক্তিগুলোর সম্পর্কের নিরিখে। অতএব, শেষ বিচারে, সামাজিক শক্তিগুলোর সম্পর্ক থেকেই পঞ্চদশ লুই-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তার অনুরাগিনীদের খামখেয়ালিপনা ফ্রান্সের ভাগ্যাকাশকে যে এভাবে পরিচালনা করবে, তার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু রাজার বদলে রাজার পাচক বা খানসামার যদি স্ত্রীঘটিত ব্যাপার থাকত তবে ইতি-হাসে তার কোন তাৎপর্যই থাকত না। এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, দুর্বলতাটাই লক্ষ্যণীয় বিষয় নয়। আসল তাৎপর্যবহ দিকটা হলো, দুর্বলতার ফাঁদে জড়িয়ে পড়া আলোচ্য ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা। পাঠকদের বুঝতে অসুবিধে হবে না যে এই যুক্তিগুলো সদ্য উপস্থাপিত ঐ সবকটি উদাহরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

শুধুমাত্র সেসব পরিবর্তন দরকার—যেগুলো একান্তই দরকার ও জরুরী, যেমন ফ্রান্সের জায়গায় রাশিয়া, সোবাইসের জায়গায় বাটারলিন এবং এইরকম আরও কয়েকটি। সেকারণে আমাদের এখানে পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, নিজ নিজ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যক্তিরা সমাজের ভবিতব্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। মাঝে মাঝে সে প্রভাব লক্ষণীয়ও বটে। কিন্তু এই প্রভাবের সম্ভাব্যতা ও তার পরিসর, সামাজিক সংগঠন ও তার শক্তিগুলোর পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের ভারসাম্যের দ্বারাই নিরূপিত হয়। ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র সমাজ বিকাশের একটা শর্ত বটে। কেবলমাত্র তখনই, যখন, কোথায়, কতদূর পর্যন্ত এবং কখন, সেই সামাজিক সম্পর্কগুলো তাকে ও তার ক্রিয়াকলাপ অনুমোদন করবে।

কেউ কেউ বলতে পারেন যে ব্যক্তি বিশেষের গুণপনা, ব্যাপ্তি ও গভীরতা স্থির করে দেবে। কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু একজন ব্যক্তি তার প্রতিভার প্রকাশ ঘটাতে পারেন একমাত্র তখনই, যখন তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় ও নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থানের অধিকারী তিনি। প্রশ্ন উঠতে পারে, ফ্রান্সের ভাগ্যের নির্মাণকান্ড এমন একজন মানুষের হাতে কেন এসে পড়েছিল যার সমাজ সেবা করার ক্ষমতা বা ইচ্ছা আদৌ ছিল না? কারণ, এটাই ছিল ঐ সমাজ-সংগঠনের স্বরূপ। এই সমাজ-সাংগঠনিক চেহারাই প্রতিটি অধ্যায়ে, প্রতিভাবান হোন আর নিষ্কর্মাই হোন, এমন সব ব্যক্তির ভূমিকা এবং তার সামাজিক গুরুত্বকে স্থির করে থাকে।

সমাজ সংগঠনের রূপই যদি ব্যক্তি সমূহের ভূমিকাকে সুনির্দিষ্ট চিহ্নিত করে থাকে, তবে কী উপায়ে তাদের সামাজিক প্রভাব—যা ঐ ভূমিকা দ্বারা স্থিরীকৃত হয়—সামাজিক বিকাশের সূত্র-নির্ভর প্রকৃতি সম্পর্কিত ধারণার পরিপন্থী হতে পারে? ঐ ধারণার পরিপন্থী হওয়া তো দূরের কথা, ঐ

ধারণার পরিচয় দেয় এমন সব উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের অন্যতম হয়েই তা উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু ঠিক এখানেই এমন একটি বিষয়ের প্রতি নিম্নলিখিত লক্ষ্য রাখা উচিত। সমাজ সংগঠন দ্বারা নিরূপিত হওয়ায়, সামাজিক প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিবর্গ, জাতিসমূহের ঐতিহাসিক পরিণতিগুলির ওপর আকস্মিকতার খেলা বলে বহুলপ্রচারিত প্রভাবের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

পঞ্চদশ লুই-এর ইন্দ্রিয়াসক্তি, তাঁর শারীরিক গঠনপ্রকৃতির অমোঘ পরিণতি। কিন্তু ফ্রান্সের বিকাশের সাধারণ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর দৈহিক গঠন ছিল নিতান্ত আকস্মিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দেখেছি, ফ্রান্সের পরবর্তী কালের পরিণতিগুলির ওপর একেবারেই প্রভাব শূন্য ছিল না। এবং শেষোক্তের কারণগুলির অন্যতম হিসেবেই তা চিহ্নিত ছিল। মীরাব্যুর মৃত্যু, অবশ্যই হয়েছিল সুনির্দিষ্ট সূত্র-ভিত্তিক জটিল রোগ-পদ্ধতির কারণে। এই দৈহিক প্রক্রিয়ার অনিবার্যতার উৎস, আর যা হোক, ফ্রান্সের বিকাশের সাধারণ ধারা থেকে নয়। এটার উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল সেই স্বনামধন্য বাগ্মীর কয়েকটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর রোগাক্রান্ত হওয়ার ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষ কয়েকটি শারীরিক অবস্থার জন্যই। ফ্রান্সের সাধারণ বিকাশের ধারার দিক থেকে দেখলে ঐ সব বৈশিষ্ট্য ও অবস্থা ছিল নিতান্তই আকস্মিক যদিও মীরাব্যুর দেহত্যাগের ঘটনা বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়গুলির ওপর আরও প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং এর সৃষ্টির কারণগুলির অন্যতম হয়ে দেখা দিয়েছিল।

এর চাইতে আরও বিস্ময়কর ছিল, উপরিউল্লিখিত দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের দৃষ্টান্তের ওপর আকস্মিক কারণগুলির প্রভাব। উক্ত ব্যক্তি এক অত্যন্ত জটিল ও ভয়ংকর অবস্থা থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র বাটারলিনের মানসিক দৃঢ়তার নিদারুণ অভাবের জন্য। এমনকি রাশিয়ার বিকাশের সাধারণ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে বাটারলিনের নিয়োগপত্র আকস্মিক মনে হতে পারে যে অর্থে আমরা ঐ শব্দটির সংজ্ঞা ঠিক করেছি, ঠিক সে অর্থে এবং অতি অবশ্যই সে-নিয়োগের সাথে প্রাশিয়ার বিকাশের সাধারণ গতিপ্রবাহের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তাসত্ত্বেও, এই সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব কিছু ব্যাপার নয়, যে বাটারলিনের দোদুল্যমানতা ফ্রেডারিককে এক অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছিল। যদি বাটারলিনের জায়গায় সুভোরভ নিযুক্ত থাকতেন, প্রাশিয়ার ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো এবং অভিমুখও বদলে যেত।

এ থেকে এটাই বোঝায় যে জাতিসমূহের ভাগ্য কখনও আকস্মিক কতকগুলো ঘটনার ওপর নির্ভর করে এবং আমরা সেসব ঘটনাকে দ্বিতীয় স্তরের

আকস্মিকতা বলে চিহ্নিত করতে পারি। হেগেল বলেছেন যে প্রতিটি সসীম ব্যাপারের মধ্যেই আকস্মিকতার উপাদান লুকিয়ে থাকে। আমরা বিজ্ঞানে কেবলমাত্র 'সসীম'কে নিয়ে কারবার করি। আমরা, সেকারণে বলতে পারি, বিজ্ঞান দ্বারা অধীত সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে আকস্মিকতার উপাদান রয়েছে। তাহলে প্রাকৃতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকান্ডের বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে নিশ্চিত পরিণতির প্রশ্নটি বাতিল হয়ে যায় না কি?

না, তা হয় না। আকস্মিকতা হলো কতকটা আপেক্ষিক ব্যাপার। এটার উৎপত্তি হলো অনিবার্য প্রক্রিয়াগুলির মোহনার কেন্দ্রবিন্দুতে। মেক্সিকো ও পেরুর অধিবাসীদের কাছে আমেরিকায় ইউরোপীয়ানদের আবির্ভাব এই অর্থে আকস্মিক ছিল যে ঐ সব দেশের সামাজিক বিকাশ থেকে তা উদ্ভুত হয়নি। কিন্তু আর যাহোক, সমুদ্র যাত্রা বিষয়ে মধ্যযুগের শেষ ভাগে পশ্চিম ইউরোপীয়দের সর্বাত্মক আগ্রহের ব্যাপারটি আকস্মিক বলে বিবেচিত হতে পারে না। এমন কি তদ্দেশীয় প্রতিরোধের ব্যূহ হেলাভরে ইউরোপীয়দের দ্বারা ভেঙে ফেলার ঘটনাকে আকস্মিক বলা যাবে না। শেষ বিচারে, ঐ সব ফলাফল দুটি শক্তির পরিণাম দিয়ে স্থিরীকৃত হয়েছিল: একদিকে, বিজিত দেশ সমূহের, এবং অপর দিকে, বিজয়ী দেশসমূহের অর্থনৈতিক অবস্থা সেগুলির পরিণতির মতোই, ঐসব শক্তি, নিরবচ্ছিন্ন বৈজ্ঞানিক অন্বেষার বিষয় হিসেবে পুরোদস্তুর কাজে আসতে পারে।

সাত বছর ব্যাপী যুদ্ধের আকস্মিক ঘটনাগলো প্রাশিয়ার পরবর্তী ইতিহাসকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেগুলোর প্রভাব, যাই হোক, প্রাশিয়ার বিকাশের আর এক পর্যায়ে সংঘটিত হলে, সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করত। এখানেও আমরা দেখি, আকস্মিক ঘটনা প্রবাহের ফলা-ফলগুলির দুটি শক্তির পরিণতির দ্বারা। একদিকে প্রাশিয়ার সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা এবং অন্যদিকে, ইউরোপীয় দেশগুলিতে প্রভাব বিস্তারকারী সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমূহ। অতএব, এখানেও আকস্মিকতা ন্যূনতম পর্যায়েও ঘটনা প্রবাহের বৈজ্ঞানিক গবেষণাপর্বে বাধা স্বরূপ দেখা দেয় না।

আমরা এখন জানি যে, সমাজের ভবিষ্যতের ওপর ব্যক্তি মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সেই প্রভাব আবার সেই সমাজের অভ্যন্তরীণ কাঠামো এবং তার সঙ্গে অন্যসব সমাজের সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা সম্বন্ধে এটাই শেষ কথা নয়। অন্যদৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের এই প্রশ্নের সমাধান হওয়া উচিত।

সন্ত বিউভে ভেবেছিলেন যে তাঁর দ্বারা উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকারের ছোটখাট এবং দুর্জ্ঞেয় কারণগুলি যথোপযুক্ত সংখ্যায় থাকলে, ফরাসী বিপ্লবের

ফলাফল, বর্তমানে আমরা যা জানি, তার ঠিক বিপরীতটি হতে পারতো। এই চিন্তাধারার মধ্যে এক বিরাট ভুল রয়েছে। যতই জটিল রূপ পরিগ্রহ করুক না কেন ছোটখাট, মনস্তাত্ত্বিক এবং শরীরবিদ্যাজনিত কারণগুলো অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের দ্বারা কোন অবস্থাতেই ফরাসী বিপ্লবের সৃষ্টির মূলে বড় বড় সামাজিক চাহিদাগুলির ভূমিকা নস্যাৎ করতে পারতো না। সেসব চাহিদা যতদিন অপূর্ণ রয়ে গেছে, ফ্রান্সে বিপ্লবী আন্দোলনও থেমে থাকে-নি। সে আন্দোলনের প্রকৃত ফলাফল যা হয়েছিল, তার ঠিক বিপরীতটি ঘটাতে গেলে, যে সব চাহিদা তাকে সম্ভব করে তুলেছিল, সেগুলোর স্থলে অন্যগুলির ঠিক তার বিপরীত স্থান করে দেওয়া উচিত ছিল। এবং সে কাজ অতি-অবশ্যই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কারণসমূহের কোন বিন্যস্ত রূপের দ্বারা করা সম্ভব ছিল না।

ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলির উৎস, সমাজ সম্পর্কসমূহের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল। সন্ত বিউভে অনুমিত ছোটখাট কারণগুলোর অস্তিত্ব শুধুমাত্র ব্যক্তিসমূহের একান্ত ব্যক্তিগত গুণাগুণের মধ্যে নিহিত থাকতে পারে। সামাজিক সম্বন্ধগুলোর চূড়ান্ত কারণ উৎপাদিকা শক্তিগুলির অবস্থার মধ্যে নিহিত রয়েছে। সেই অবস্থা ব্যক্তির নিজস্ব গুণাবলীর ওপর তার নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে দেয় এই অর্থে যে, ঐ সব ব্যক্তি কমবেশী অসাধারণ, —কারিগরী উন্নয়ন, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রশ্নে। সন্ত বিউভে ঐসব গুণের কোন উল্লেখই করেননি। অন্য কোন গুণ, কিন্তু উৎপাদিকাশক্তি সমূহের অবস্থাকে এবং সেইসঙ্গে তাদের দ্বারা নির্ধারিত সামাজিক সম্পর্ক-গুলোকে অর্থাৎ অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলোকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষকে সাহায্য করে না।

ব্যক্তি বিশেষের গুণাবলী যাই থাকুক না কেন, তার পক্ষে একক ভাবে প্রদত্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ক সমূহের বিলোপ সাধন সম্ভব নয়, যদি শেষোক্ত বিষয়ের সঙ্গে উৎপাদিকা শক্তিগুলির এক সুনির্দিষ্ট পর্যায়ের সুসঙ্গতি থাকে। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের একান্ত নিজস্ব গুণাবলী, সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহ থেকে উৎসারিত সামাজিক চাহিদাগুলি পূরণ করার ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে তাদের উপযুক্ত করে তোলে। আঠার শতকের শেষে পুরনো অকেজো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জায়গায় ফ্রান্সের নয়া অর্থ-নৈতিক কাঠামোর সঙ্গে অধিকতর সুসমঞ্জস্য নূতন সংস্থাগুলির উদ্বোধন সেদেশের জরুরী সামাজিক চাহিদা ছিল। ঐ সময়কার বলিষ্ঠ জননায়কেরা সবচাইতে কার্যকর ও অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা অন্যদের তুলনায় অধিকতর সমর্থ ছিলেন সব চাইতে জরুরী চাহিদাগুলিকে পূরণের সহায়তার

ব্যাপারে। ধরা যাক, মীরাবল্যু, রব্‌সপীয়র, এবং বোনাপার্ট সে ধরনের লোক ছিলেন। কি হতে পারতো যদি অকাল মৃত্যু রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে মীরাবল্যুকে সরিয়ে না দিত? নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রীদের দল দীর্ঘকাল ধরে রাজত্ব করে যেত, অধিকতর ক্ষমতায় পুষ্ট হয়ে। রিপাবলিকানদের প্রতি তার প্রতিরোধ আরও জবরদস্ত হতো। কিন্তু এই পর্যন্তই। তারপর? কোন মীরাবল্যুর পক্ষে, সে সময়ের রিপাব্‌লিকানদের জয়যাত্রা পাশ কাটিয়ে যাওয়া বা ঠেকানো সম্ভব হতো না। মীরাবল্যুর শক্তির গোটাটাই জনগণের বিশ্বাস ও সহানুভূতির ওপর গড়ে উঠেছিল। কিন্তু জনগণ চেয়েছিল এক সাধারণতন্ত্র কারণ পুরনো ব্যবস্থার পক্ষে কোর্টের নির্লজ্জ ওকালতি তাদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। সে সময়ে যে মাত্র জনগণ উপলব্ধি করতো যে তাদের সাধারণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি স্বয়ং মীরাবল্যুর কোন আকর্ষণ নেই, সে মুহূর্তে তারা তাঁর সংগে তার সমস্ত সম্পর্কের পাট চুকিয়ে দিত। সেই মহান বাগ্মী তাহলে তাঁর সমস্ত প্রভাব খুইয়ে বসতেন এবং সম্ভবত, যে আন্দোলনের এক ব্যর্থ সংগঠক হিসেবে তাঁর সমস্ত প্রয়াস চালাতেন, সেই আন্দোলনেরই শিকারে পরিণত হতেন। মোটামুটিভাবে, একই কথা বলা যায় রব্‌সপীয়র প্রসঙ্গেও। ধরা যাক, তাঁর পার্টিতে তিনি ছিলেন একজন অপরিহার্য শক্তি। কিন্তু সব কিছুর বিচারে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনি এর একমাত্র শক্তি ছিলেন না। যদি ১৭৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে[১২] দৈবক্রমে একখন্ড ইট তাঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতো, তাহলে তাঁর জায়গায় অন্য কেউ পাদপ্রদীপের আলোয় দেখা দিতেন।

এবং যদি এটাও হয় যে সেই ব্যক্তি সমস্ত দিক দিয়েই তাঁর চাইতে নিকৃষ্ট মানের, ঘটনা প্রবাহের গতিপ্রকৃতি, কিন্তু রব্‌সপীয়রের জীবদ্দশায় যে অভিমুখে নির্দিষ্ট ছিল, সেটি বজায় রেখে এগিয়ে চলত। যেমন উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, এমনকি এই অবস্থায় গিরোন্দীপন্থীদের[১৩] পক্ষে সম্ভবত পরাজয় এড়ানো কষ্টকর ছিল। কিন্তু এটা হয়তো সম্ভব যে রবস্‌পীয়রের দল, সাত তাড়াতাড়ি তার ক্ষমতা হারিয়ে বসতো এবং এতক্ষণ থার্মিডোর-এর প্রতিক্রিয়ার বদলে ফেল্যারিয়েল, প্রারিয়েল অথবা মেসিডোর প্রতিক্রিয়াই[১৪] আমাদের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠতো। হয়তো কেউ বলতে চাইবেন যে নির্বিচারে সন্ত্রাসসৃষ্টির দ্বারা রব্‌সপীয়র দেরি না করে, রাতারাতি, তাঁর পার্টির পতন ডেকে এনেছেন।

আমরা কষ্টকল্পনার এই ব্যাপারটাকে এখানে কোন আমল দিতে চাই না। আমরা এটাকে মেনে নিচ্ছি এমনভাবে যেন এটা বেশ যুক্তিগ্রাহ্য, সে ক্ষেত্রে, আমাদের ধরে নিতে হবে যে রব্‌সপীয়রের পার্টির পতন ঘনিয়ে আসতো

থার্মিডোরে নয়, হতো ফ্রাকটিডোরে, ভেন্দিমিয়ারে বা ব্রুমিয়ারে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, আগে হোক পরে হোক, তাঁর পতন ছিল সুনিশ্চিত কারণ, জনগণের যে অংশ রবস্পীয়রের দলকে সমর্থন করত, দীর্ঘ মেয়াদী শাসনের পক্ষে সে অংশ নিতান্তই অপ্রস্তুত ছিল। যাই হোক, রবসপীয়রের উদ্যমপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ থেকে উৎসারিত ফলাফলগুলির 'ঠিক বিপরীত'গুলো সংঘটিত হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

আর্কোল-এর যুদ্ধে[১৫] বুলেটবিদ্ধ হয়ে, ধরা যাক বোনাপার্ট মারা গেলেও, সেগুলির সম্ভাবনা দেখা দিত না। ইতালীয় ও অন্যান্য অভিযানে তিনি যা করেছিলেন, তা অন্যান্য জেনারেলের পক্ষেও সম্ভব ছিল। তাঁরা সম্ভবত, তাঁর মতো, একই প্রতিভার সাক্ষর রেখে যেতে পারতেন না এবং এতগুলো বিজয়ের মুখ দেখতে পেতেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও, ফরাসী প্রজাতন্ত্র, তার পরিচালনাধীন যুদ্ধগুলিতে বিজয়ী হতোই, কারণ তার গোটা সৈন্য বাহিনী সব দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে ছিল। আর আঠারোই ব্রুমেয়ার[১৬] ও ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ জীবনে তার প্রভাবের কথা বলতে গেলে, এখানেও আমরা ঘটনা প্রবাহের স্বাভাবিক ধারা ও তার ফলাফল, নেপোলিয়ানের অধীনে যেমনটি ছিল, তেমনটিই, মোটামুটি ভাবে একই থাকত। নবম থার্মিডোরের ঘটনাবলীর পরিণতিতে মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে প্রজাতন্ত্র মৃদুমন্দ গতিতে তার অবলুপ্তির পথে পা বাড়াচ্ছিল। ডিরেক্টরী[১৭] শৃংখলার পুনঃ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলো এবং ঠিক এই শৃংখলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে অভিজাততন্ত্রের শাসনের অপসারণকারী বুর্জোয়া শ্রেণীর বহু আকাঙ্ক্ষিত বিষয় ছিল। শৃংখলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে, সাইয়েস্-এর বক্তব্য অনুযায়ী প্রয়োজন ছিল এক জবরদস্ত তরবারীধারীর। গোড়ার দিকে ভাবা হয়েছিল যে জেনারেল জুবার্ট সেই 'যথাযথ তরবারীর' মহান ভূমিকা পালন করবেন কিন্তু নোভিতে তাঁর মহাপ্রয়াণের পর মর্‍্য, ম্যাকডোনাল্ড, এবং বার্নাদোত্তের* নামগুলো প্রসঙ্গক্রমে উঠলো। বোনাপার্ট-এর নামোল্লেখের ঘটনা তো সেদিনের কথা ; কিন্তু জুবার্ট‌এর তাঁর একই পরিণতি ঘটলে, তাঁর নাম কেউ উচ্চারণই করতেন না এবং হয়ত অন্য কোন তরবারীধারীর সন্ধান পাওয়া যেত।

এ কথা না বললেও চলে যে ঘটনা প্রবাহের দৌলতে একনায়কের স্তরে উন্নীত মানুষটির অতি অবশ্যই ক্ষমতা দখলে অদম্য উৎসাহ ছিল, সেকারণে, তাঁর চলার পথে তিনি একপাশে সরিয়ে রাখছেন কিংবা নির্মমভাবে ধ্বংস করছেন তাঁর বাধাগুলো। বোনাপার্ট ছিলেন অপ্রতিরোধ্য শক্তির-মানুষ। তার লক্ষ্যপথে স্থির অবিচল। কিন্তু তিনি ছাড়াও কিছু সংখ্যক উৎসাহী,

উদ্যমী, প্রতিভাবান, উচ্চাকাঙ্ক্ষী অহংবাদী মানুষ সে সময়ে ছিলেন। বোনাপার্ট যে স্থান অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন সেই স্থান সম্ভবত শূণ্য হয়ে থাকত না। মনে করা যাক, তাঁর স্থলাভিষিক্ত এক সেনাপতি নেপোলিয়ানের চাইতেও বেশি শান্তিকামী এবং তিনি কোন অবস্থাতেই তাঁর বিরুদ্ধে গোটা ইউরোপকে জাগ্রত হতে দিতেন না। এবং সেকারণে, ট্যুইলারিসের প্রাসাদে তিনি হয়ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতেন, সেণ্ট হেলেনা দ্বীপের বদলে। সে ক্ষেত্রে, বুরবোঁরা ফ্রান্সে ফিরে যেতেন না। তাঁদের কাছে এর ফলাফল কত নিশ্চিতভাবেই, প্রকৃত পক্ষে সে যা ছিল, ঠিক তার 'বিপরীত'। সামগ্রিকভাবেই, ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কের বিচারে, অবশ্য সেই পরিণতি একটু অন্য রকম হতো, যদিও প্রকৃত পরিনামের সংগে পার্থক্যটা চোখে পড়ার মতো ব্যাপার হতো না। শৃংখলা ফিরিয়ে আনা ও বুর্জোয়া শ্রেণীর শক্তিকে সংহত করার পর সেই 'মহান তরবারীধারী'র শেষোক্তের প্রতি চরম অস্বস্তি ও বিরক্তিতে ভুগতেন, তার সামরিক দুর্গের আদব কায়দা ও নৈরাশ্যের বহর দেখে।

এর ফলে এক উদারনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি হতো—যার চরিত্র কতকটা 'রাজতন্ত্র' পুনঃ প্রতিষ্ঠার সময়কালে অবস্থার মতো। ধীরে ধীরে সংগ্রাম দানা বেঁধে উঠতো আর যেহেতু মাথা নোয়াবার বান্দা নয় সেই মহান তরবারী-ধারীরা, বহু গুণালংকৃতে লুই ফিলিপ সম্ভবতঃ তাঁর পরম প্রিয় আত্মীয়-স্বজনের প্রয়োজনে ১৮৩০ সালে নয়, ১৮২০ বা ১৮২৫ সালেই সিংহাসনে আরোহন করতেন। মূল ঘটনা প্রবাহে এসব পরিবর্তন ইউরোপের পরবর্তী রাজনৈতিক এবং তার মাধ্যমে অর্থনৈতিক জীবনের ওপরই কিছু প্রভাব বিস্তার করত কিন্তু কোন অবস্থাতেই বিপ্লবী আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি প্রকৃতপক্ষে যা হয়েছিল তার 'বিপরীত'টা ঘটত না। নিজেদের মন এবং প্রকৃতির কতকগুলো নির্দিষ্ট গুণের জন্য, প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ঘটনাবলীর সুনির্দিষ্ট কয়েকটি দিক এবং তাদের কিছু কিছু পরিণতি পরিবর্তন ঘটাতে পারতেন। কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁরা ঐ ঘটনাবলীর সাধারণ গতি ধারাকে পাল্টে দিতে পারে না। সেই সাধারণ গতিধারার অভিমুখ স্থিরীকৃত হয় ভিন্নতর শক্তিসমূহের দ্বারা।

॥ সাত ॥

এছাড়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টিদান করতে হবে। ইতিহাসে মহৎ ব্যক্তিরা যে ভূমিকা পালন করতে থাকেন, তার আলোচনায় এটা পরিষ্কার

হয়—আমরা প্রায় সবসময় একধরনের দৃষ্টিবিভ্রমের শিকার হয়ে পড়ি। ঠিক এই দিকটার প্রতি পাঠকসমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করা আমাদের পক্ষে কাজের কাজ হবে।

জনজীবনে সুশৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে "সমুন্নত তরবারি"র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নেপোলিয়ন সেই ভূমিকা থেকে অন্যান্য সেনানায়কদের অব্যাহতি দিলেন। সেসব জেনারেলের কেউ কেউ হয়ত একইভাবে বা প্রায় একইভাবে তাঁরই মতো সেই কাজ সম্পাদন করতে পারতেন। যে মুহূর্তে এক উদ্যমী সামরিক শাসকের সামাজিক প্রয়োজনের প্রশ্নটির মীমাংসা হয়ে গেল, সেই মুহূর্তে থেকেই সামাজিক সংগঠনটি সামরিক শাসকের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল অন্যান্য প্রতিভাবান সৈন্যদের কাছে। সেই সংগঠনের শক্তির এখনকার রূপ সেই ধরনের অন্যান্য প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ব্যক্তিদের বিকাশের পথে জগদ্দল পাথরের মতো। এটাই হলো পূর্বোল্লিখিত দৃষ্টিভ্রমের কারণ। নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত শক্তি আমাদের মানসলোকে ধরা দেয় তার মাত্রাতিরিক্ত বিপুলায়তন নিয়ে। এর কারণই হলো, সেই ক্ষমতাটার সঙ্গে আমরা এক করে দেখি সেই সমস্ত সামাজিক শক্তিকে—যা তাঁকে সামনের সারিতে নিয়ে এসেছিল এবং তাঁকে সমর্থন করেছিল।

নেপোলিয়নের ক্ষমতা আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছিল এক অভাবনীয় অবয়ব নিয়ে কারণ এর সমতুল্য অন্যান্য শক্তিগুলো 'সম্ভাব্য' থেকে 'বাস্তব' পটভূমিকায় রূপান্তরিত হতে পারেনি। এবং আমাদের যখন প্রশ্ন করা হয় নেপোলিয়নের অনুপস্থিতিতে কী ঘটতে পারত—আমাদের কল্পনাশক্তি কেন জানি, কতকটা দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে এবং আমাদের তখন মনে হয়, তাঁকে বাদ দিলে সেই সামাজিক আন্দোলনই—যার ওপর তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাব বিকশিত হচ্ছিল—কোন অবস্থাতেই তা সংগঠিত হতে পারত না।

মানুষের মননধারার বিকাশের ইতিহাসে কোন এক ব্যক্তির সফলতা, অন্যের সাফল্যের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার ঘটনা কদাচ ঘটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে উপরিল্লিখিত দৃষ্টিবিভ্রাটের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ব্যাপারে আমাদের কোন নিশ্চয়তা নেই। যখন সমাজের সুনির্দিষ্ট অবস্থা কতগুলি সমস্যার সৃষ্টি করে তার প্রবক্তাদের কাছে, তখন সেগুলির সমাধান না হওয়া পর্যন্ত মুখ্য চিন্তানায়কদের কাছে তা দৃষ্টি আকর্ষণকারী বিষয় হয়ে থাকবে। একটি সমস্যার দ্রুত সমাধান হয়ে যাওয়ার পর তাঁদের মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট হয়। X নং সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ার পর প্রতিভাবান পুরুষ 'A' আর এক প্রতিভাবান ব্যক্তি, ধরা যাক, 'B'-এর মনোযোগ সদ্যমীমাংসিত সমস্যা থেকে আর এক সমস্যা Y-র দিকে চালনা করেন। আমাদের যখন প্রশ্ন করা হয়,

X নং সমস্যার নিরসন হওয়ার আগেই 'A' ব্যক্তির মৃত্যু হলে কী ঘটতে পারতো, তখন আমরা ভেবে বসি যে তাহলে সমাজের মননধারার মূল সূত্রটিতে যবনিকা পড়ে যেত। আমরা ভুলে যাই যে 'A'র মৃত্যু হলে 'B' 'C' বা 'D' সেই সমস্যার মোকাবিলা করতে পারতেন। এবং এইভাবে সমাজের মননধারার বিকাশের মূল সূত্রটি অবিকৃত ও অক্ষুণ্ণ থেকে যেত 'A'র অকালপ্রয়াণ সত্ত্বেও।

সামাজিক ঘটনাপ্রবাহের ওপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করতে হলে একটা বিশেষ ধরনের প্রতিভাবলে বলীয়ান মানুষকে দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে। প্রথমত একটি সুনির্দিষ্ট যুগের সামাজিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর পক্ষে অন্য যে কোন ব্যক্তির তুলনায় এক মানানসই শক্তি হিসেবে এই প্রতিভা তাকে গড়ে তুলবে। যদি বিথোভেনের সংগীত প্রতিভা নেপোলিয়নের আত্মসম্পদ হতো, তাঁর নিজের সামরিক প্রতিভার বদলে, তাহলে অবশ্য তিনি কখনোই সম্রাট হতে পারতেন না। দ্বিতীয়ত কখনোই নির্দিষ্ট এই সময়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং দরকারী প্রতিভার অধিকারী কোন ব্যক্তির বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা চলমান সমাজব্যবস্থার উচিতকর্ম নয়।

সেই নির্লজ্জ নেপোলিয়নের মৃত্যু হয়ত ঘটত একজন অখ্যাত অজানাপ্রায় জেনারেল বা কর্ণেল বোনাপার্ট হিসেবে যদি ফ্রান্সের পুরনো ব্যবস্থা আরও পঁচাত্তর বছর স্থায়ী থাকতো।* ১৭৮৯ সালের দাভোত, দিসাইক্স্, ম্যারমোঁ এবং ম্যাক্‌ডোনাল্ড সুবেদার ছিলেন, বার্নাদোতে ছিলেন একজন সার্জেন-মেজর। হোচি, মারচিউ, লেফেবে, পিচেগ্রু, নে মাসিনা, মুরাত এবং সোল্ড ছিলেন নন-কমিশন্ড্ অফিসার, উজিরু একজন অসিযুদ্ধবিশারদ; ল্যানিস একজন রঞ্জনশিল্পী, গৌভিয়ো সেন্তসিয়র ছিলেন একজন অভিনেতা, জর্ডান একজন ফেরিওয়ালা, বেসিয়েরিস একজন ক্ষৌরকার, ব্রুণে একজন কম্পোজিটর, জোবার্ত ও জুনো ছিলেন আইনের ছাত্র, ক্লিবার ছিলেন একজন স্বীকৃত স্থপতি, আর মার্ডিয়ের বিপ্লবের সূচনাপর্ব পর্যন্ত কোনপ্রকার সামরিক ক্রিয়াকলাপে জড়িত ছিলেন না।

যদি পুরনো ব্যবস্থা আমাদের সময়াবধি টিকে থাকত, আমাদের কারো মনে এই ধারণা বিন্দুমাত্র ঠাঁই পেত না যে বিগত শতাব্দীর শেষে কয়েকজন

---

* নেপোলিয়ন সম্ভবত রুশদেশে পাড়ি দিতেন, বিপ্লবের কয়েক বছর আগেই তাঁর মনে সেদেশে যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়েছিল। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এখানেও তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে তুর্কী এবং ককেশীয় পার্বত্য সেনাবাহিনীর সাহায্যে নিজেকে বিশেষ -গৌরবে গৌরবান্বিত করতেন—কিন্তু তখন কেউই মাথায় আনেন নি ঐ কপর্দকশূন্য ও নিপুণ সেনানায়কই অনুকূল পরিস্থিতিতে সারা দুনিয়ার শাসনকর্তা হতে পারতেন।

ফরাসী ব্যক্তি—যাঁদের মধ্যে কেউ অভিনেতা, কেউ কম্পোজিটার, ক্ষৌরকার, রঞ্জনশিল্পী, আইনজ্ঞ, ফেরিওয়ালা বা অসিযোদ্ধা ছিলেন—ছিলেন এমনি এক সম্ভাবনাপূর্ণ সামরিক প্রতিভা।*

স্তাঁদাল দেখিয়েছেন যে তিতিয়ানের সমসাময়িক, প্রায়ই একই সময়ে জন্ম-গ্রহণ করেছেন যে মানুষ, অর্থাৎ ১৪৭৭ সালে, স্বচ্ছন্দে চল্লিশটা বছর কাটাতে পারতেন রাফেল-এর সঙ্গে, যিনি ১৫২০ সালে মারা যান, এবং লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির সঙ্গেও, যিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন ১৫১৯ সালে। কোরি-গিওর সাথে তিনি দীর্ঘ সময়—বছরের পর বছর—অতিবাহিত করতে পারতেন। কোরিগিওর মৃত্যু হয়েছিল ১৫৩৪ সালে। মাইকেল এঞ্জেলোর-এর সান্নিধ্যেও তিনি আসতে পারতেন কারণ সে ব্যক্তির আয়ুষ্কাল ছিল ১৫৬৩ সাল পর্যন্ত। গিওরগিয়োর মৃত্যুকালে তাঁর বয়স চৌত্রিশ বছরের অনূর্ধ্ব থাকতো। তিনি পরিচিত হতে পারতেন এই সুযোগে, তিনতোরেত্তো, ব্যাসানো, ভেরোনীজ, জুলিয়ান রোমানো এবং আঁদ্রে ডেল সার্তোর সঙ্গে। সংক্ষেপে এটা বলা যায় যে সমস্ত মহান অঙ্কনশিল্পীর তিনি হতেন সম-সাময়িক ; ব্যতিক্রম শুধু বোলোগনা ধারার শিল্পীরা, যাঁদের উত্থান হয়েছিল প্রায় এক শতাব্দী পরে।** অনুরূপভাবে বলা যেতে পারে উভারম্যানের জন্ম-বর্ষে ভূমিষ্ট যে কোন ব্যক্তি মহান ডাচ্ চিত্রশিল্পীদের মধ্যে প্রায় সকলের সঙ্গেই পরিচিত হতে পারতেন*** এবং শেক্‌স্‌পীয়রের সমবয়স্ক কোন মানুষ অনেক স্মরণীয় নাট্যকারের সমসাময়িক হতেন।

বহুদিন ধরে দেখা গেছে যে বড় বড় প্রতিভাধর ব্যক্তির প্রায় সর্বদা ও সর্বত্র উদয় হয়েছে ঠিক তখনই, যখন তাঁদের বিকাশের পথে অনুকূল সামাজিক অবস্থাগুলো বিদ্যমান রয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যে কোন প্রতিভার যথার্থ আবির্ভাব ও স্ফুরণ, অর্থাৎ যে কোন প্রতিভার 'সামাজিক শক্তি'তে রূপান্তর হলো সামাজিক সম্পর্কসমূহের ফলশ্রুতি। কিন্তু তাই যদি হয়, যে

---

* ফ্রান্সের ইতিহাস, ভিক্‌টর ডুরুই, প্যারিস, ১৮৯৩ ; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৫২৪-৫২৫

** ইতালীর চিত্রশিল্পের ইতিহাস—প্যারিস, ১৮৮৯ পৃ: ২৩-২৫

*** তারবুর্গ, ব্রাওয়ার এবং রেম ব্রানদং-এর জন্ম হয়েছিল ১৬০৮ সালে ; আদ্রিয়ান ভ্যান অস্তেদ এবং ফার্দিনান্দ বোল-এর জন্ম হয়েছিল ১৬১০ সালে। ভান দ্যর হেলস্ত এবং গেরার্দ দাও-এর জন্ম হয়েছিল ১৬১৩ সালে। মেৎসু ১৬১৬ সালে। উয়েরম্যান-এর জন্ম ১৬২০ সালে। ওয়েন নিক্‌স্, এভারদিনজেন এবং পাইনাকের জন্ম ১৬২১ সালে। বার্গহ্যামের জন্ম ১৬২৪ সালে আর পল পটার ১৬২৯ সালে। জাঁ স্তীন ১৬২৬, রুইসদল ১৬৩০, ভ্যান দ্যর হাইদেন ১৬৩৭ সালে। হোবিমা ১৬৩৮ এবং আদ্রিয়ান ভ্যান দ্যর ভেলদে জন্মেছিলেন ১৬৩৯ সালে।

কেউ এটা বুঝতে পারবেন যে প্রতিভাবান ব্যক্তিরা, আমরা যেমন আলোচনা করেছি, ঘটনাপ্রবাহের শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ কতগুলো দিকের পরিবর্তন কেন ঘটাতে পারেন ; সামগ্রিক প্রবণতার কোন হেরফের ঘটাতে পারেন না।

তাঁদের নিজেদের অস্তিত্ব শুধুমাত্র সেই প্রবণতার কারণেই এবং তার অভিব্যক্তি হিসেবে গ্রহণযোগ্য। সেই প্রবণতার অস্তিত্ব না থাকলে তাঁরা কখনোই নিজেদের সম্ভাবনাপূর্ণ অবস্থান থেকে 'বাস্তব পটভূমিতে' উত্তরণের রাস্তা পেরোতে পারতেন না।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে প্রতিভারও বিভিন্ন মাত্রা আছে। "যখন নয়া সভ্যতা এক নয়া শিল্পের জন্ম দেয়", তাইনে বেশ যুক্তি দিয়ে বলেছেন, "তখন একজন বা দুজন প্রতিভাসম্পন্ন মানুষের চারপাশে দশজন দক্ষ লোকের সমাবেশ হয়। যেখানে প্রতিভাবানরা একটি সামাজিক ধ্যান-ধারণাকে পুরো-পুরিভাবে ব্যক্ত করতে পারেন, সেখানে ঐ দক্ষ লোকদের প্রকাশক্ষমতা এর অর্ধেক।"*

যদি ইতালীর সামাজিক-রাজনৈতিক এবং মননধারার বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন কোন যান্ত্রিক বা দৈহিক কারণে রাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো এবং লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির শৈশবেই মৃত্যু ঘটত, ইতালীয় শিল্প আজকের মতো অতটা নিখুঁত হতো না ; কিন্তু রেনেসাঁসের যুগে তার বিকাশের সামগ্রিক প্রবণতা অবিকৃতই থাকতো। রাফেল, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এবং মাইকেল এঞ্জেলো সেই প্রবণতার জনক নন। তাঁরা ছিলেন সেই ধারার শ্রেষ্ঠতম ব্যাখ্যাতামাত্র। সত্য বটে, প্রতিভাবান মানুষের সান্নিধ্যেই একটি গোটা স্বয়ংক্রিয় ধারা গড়ে ওঠে পল্লবিত হয়ে এবং শিক্ষানবীশেরা তাঁর পদ্ধতিগুলো রপ্ত করার চেষ্টা করেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। সেকারণে ইতালীয় রেনেসাঁসের যুগে রাফেল মাইকেল এঞ্জেলো ও লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির অকালমৃত্যুতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হতো, তৎপরবর্তীকালের ইতিহাসের বহু মাধ্যমিক বৈশিষ্ট্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করতে পারতো। কিন্তু সেই ইতিহাসের মূলত কোন পরিবর্তন সাধিত হতো না, যদি না কিছু ভিন্নতর সাধারণ কারণে ইতালীর মননশীলতা বিকাশের সামগ্রিক ধারায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হতো।

এটা যাহোক সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার যে পরিমাণগত পরিবর্তন শেষ

---

* "সেক্সপীয়র, বিউমোঁ, ফ্লেচার, জনসন, ওয়েবস্টার, ম্যাসিনজার, ফোর্ড মিডলটন এবং হেউড জন্মেছিলেন একই সময়ে বা কিছু আগে বা পরে। এঁরা ছিলেন এক নতুন যুগের প্রতিনিধি। এঁরা তাঁদের অনুকূল অবস্থানের জন্য আগেকার যুগের প্রচেষ্টার মধ্যেও রচিত মাটিতে দাঁড়িয়ে নিজেদের প্রকাশ করতে পেরেছিলেন।"

—তাইনে : ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস : প্যারিস ১৮৬৩ প্রথম খণ্ড পৃ ৪৬৮

অবধি গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়। সর্বত্র এটা সত্য। ফলতঃ ইতিহাসেও এটা সত্য। শিল্পে একটি নির্দিষ্ট প্রবণতা আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে নাও পেতে পারে তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে যদি অমঙ্গলসূচক ঘটনা স্রোতের অভূতপূর্ব যোগাযোগে পালাক্রমে কয়েকজন প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের মহাপ্রয়াণ ঘটে।

হয়ত এই দুর্ঘটনাগুলি না ঘটলে এঁরাই হতেন সুনিশ্চিত প্রবক্তা। বাদ সাধতে পারে শুধুমাত্র তখনই যদি আরও তরতাজা প্রতিভা সৃষ্টি করার মতো গভীরতা এটা অর্জন না করে থাকে। যেহেতু সাহিত্যশিল্পের সুনির্দিষ্ট কোন প্রবণতার গভীরতা নির্ধারিত হয়ে থাকে, তার মধ্যে যে শ্রেণী বা সামাজিক স্তরের রুচি অভিব্যক্ত হয় তার কাছে এর গুরুত্বের পরিমাপ দিয়ে, এবং ঐ শ্রেণী বা সামাজিক স্তর যে সামাজিক ভূমিকা পালন করে তা দিয়ে, সেহেতু, এক্ষেত্রেও প্রতিটি ব্যাপার চূড়ান্তস্তরে সমাজবিকাশের ধারা ও সামাজিক শক্তিগুলোর সম্পর্ক ও বিন্যাসের ওপর নির্ভরশীল।

॥ আট ॥

এইভাবে নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত গুণাগুণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিশেষ দিকগুলি স্থির করে দেয় এবং 'আকস্মিকতার উপাদানটি' আমরা যে অর্থে বলতে চেয়েছি, সে অর্থে, সর্বদা ঐসব ঘটনায় কিছু-না-কিছু ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু ঐসব ভূমিকার গতিপ্রকৃতি চূড়ান্ত স্তরে নির্ণীত হয় যাকে বলা যায় সাধারণ ও সর্বাঙ্গীণ কারণগুলির ধারা ; অর্থাৎ, কার্যত উৎপাদিকা শক্তিগুলোর বিকাশ ও তজ্জনিত উৎপাদনের সামাজিক-রাজনৈতিক পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী মানুষে মানুষে পারস্পারিক সম্পর্কগুলির দ্বারা। আপাতিক ও দৈবক্রমে সংঘটিত সমস্ত ঘটনা এবং সাড়াজাগানো ব্যক্তিত্বের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ আরও বেশি করে চোখে পড়ে। অন্তর্নিহিত সাধারণ কারণগুলো অপেক্ষা আঠারো শতক ঐসব সাধারণ প্রশ্ন নিয়ে অল্পই মাথা ঘামিয়েছে। ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বসমূহের সচেতন ক্রিয়াকলাপ ও সুগভীর ইন্দ্রিয়ানুভূতির কাছে ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের দায়ভার ছেড়ে দিয়েছিল। ঐ একই শতকের দার্শনিকেরা বলতে চেয়েছেন যে ইতিহাস হয়ত একটি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে পারত সবচাইতে তাৎপর্যবিহীন কারণগুলির ফলে ; মনে করা যাক, যদি কোন শাসকের মাথার ভেতর কিছু 'পরমাণু'র উগ্র খাম-খেয়ালীপনা শুরু হলে তা ঘটে যেতে পারতো (এই ধরনের কথাবার্তা 'প্রকৃতির পদ্ধতি' System of Nature গ্রন্থে বহুবার বলা হয়েছে)।

ঐতিহাসিক বিজ্ঞানে নয়া প্রবণতার মুরুব্বীরা এটা প্রমাণ করতে সচেষ্ট ছিলেন যে, ইতিহাসের পক্ষে, যা সে বর্তমান করছে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন পথ অনুসরণ করা সম্ভব হতো না; সর্বপ্রকার 'পরমাণুর' উপস্থিতি সত্ত্বেও। সাধারণ কারণগুলোর সক্রিয়তার ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপের চেষ্টায় রত থেকে তাঁরা ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের একান্ত ব্যক্তিগত গুণাবলীর প্রতি সম্পূর্ণ-ভাবে উদাসীন ছিলেন। তাঁদের কাছে ব্যাপারটা কতকটা এইরকম ঃ ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির পরম্পরাগত সম্পর্কে পরিবর্তনের বিন্দুমাত্র অভাব থাকত না যদি কিছুসংখ্যক লোকের বদলে অধিকতর বা অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষেরা নায়ক হতেন।* কিন্তু আমরা যদি সে ধারণা পোষণ করি, আমাদের অতি অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে ইতিহাসে ব্যক্তিগত বিষয়ের কোন গুরুত্বই নেই এবং সবকিছুকেই সাধারণ কারণগুলির ক্রিয়াকলাপের সংগতিসূচক ফলাফল হিসেবে, ঐতিহাসিক প্রগতির সাধারণ সূত্রসমূহের আয়ত্তাধীন বিষয় হিসেবে গণ্য করা চলে। কিন্তু সেটা ছিল একান্তই চরম অবস্থান অবলম্বন করার মতো ব্যাপার। এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে যে সত্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, তার কণামাত্র অংশের ঠাঁই নেই এখানে। ঠিক এই কারণেই বিপরীত মতামতটি তার অস্তিত্বের স্বার্থে কিছুটা অধিকার সযত্নে রক্ষা করে আসছে। এই দুই মতামতের মধ্যেকার সংঘাত জন্ম দিল দুটি বিপরীতধর্মী অংশের। প্রথমটি হলো, সাধারণ বিধিসমূহ এবং দ্বিতীয় অংশে আছে বিভিন্ন ব্যক্তির নিজ নিজ কার্যাবলী। এই দ্বিকোটিক বিভাজনের দ্বিতীয় নীতির পরি-প্রেক্ষিতে ইতিহাসকে দেখা হয়েছে চমকপ্রদ ও আকস্মিক ঘটনাসমূহের মামুলী বর্ণনা হিসেবে। আর প্রথম নীতির আলোকে, এটা মনে করা হয়েছিল যে ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের নিতান্ত ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলিও সাধারণ নিয়মা-বলীর পরিচালনাধীন কিন্তু যদি সাধারণ সূত্রগুলির প্রভাবে ঘটনাস্রোতের স্ব স্ব দিকগুলি নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং যদি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বসমূহের নিতান্ত ব্যক্তিগত গুণাগুণের ওপর নির্ভর না করে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে এটা বোঝা যায় যে ঐসব দিক সাধারণ কারণের দ্বারাই নির্ণীত এবং ঐসব ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে যে মাপেরই পরিবর্তন হোক না কেন এতে এগুলোর কোন

---

* এইভাবে তাঁরা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সূত্রায়িত প্রকৃতির আলোচনায় এভাবেই বিতর্কের ঝড় তুলেছেন। যখন, যাহোক, এঁদের কেউ কেউ ঐসব ঘটনার শুধুমাত্র বর্ণনা দেন, তাঁরা কখনো কখনো ব্যক্তিগত উপাদানের ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্বও আরোপ করে থাকেন। এখানে আমাদের কাছে যেটা কৌতূহলের বিষয়, তা হলো তাঁদের বর্ণনাসমূহ, তাঁদের যুক্তিতর্ক নয়।

রূপান্তর লক্ষ্য করা যাবে না। এইদিক দিয়ে বিচার করলে এই তত্ত্বটি একটি নিয়তিনির্দিষ্ট চরিত্র অর্জন করেছে।

এই ব্যাপারটা এই তত্ত্বের বিরোধীদের নজর এড়ায়নি। সন্ত বিউভে, মিগ্‌নেটের ঐতিহাসিক ধ্যানধারণাকে তুলনা করেছেন বোসুয়েত-এর মতামতের সংগে। বোসুয়েত মনে করতেন ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের উৎস যে শক্তি, সে শক্তির অভ্যুদয় ঊর্ধ্বগগন থেকে এবং এইসবের মধ্যে অভিব্যক্ত হয় ঐশ্বরিক ইচ্ছা। মিগ্‌নেট এই শক্তির উৎস খুঁজে পেতে চেয়েছেন মানবিক প্রবৃত্তি-গুলোর মধ্যে—যে প্রবৃত্তিসমূহের আত্মপ্রকাশ ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডে ঘটে থাকে বিশ্বপ্রকৃতির শক্তিসমূহের অপ্রতিরোধ্য ও অপ্রশম্য অবস্থানের মাঝে।

যাই হোক, উভয়েই ইতিহাসকে দেখেছেন ঘটনাসমূহের এক বল্‌গাহীন স্রোত হিসেবে। সেসব ঘটনা যাই হোক না কেন, কোন অবস্থাতেই তা অন্য-রকম হতে পারতো না। উভয়েই ছিলেন ভবিতব্যবাদী। ঠিক এই দৃষ্টিকোণে পাদ্রীসাহেবের তুলনায় দার্শনিক মহাশয় খুব একটা প্রাগ্রসর মনের পরিচয় দেননি।

সামাজিক ঘটনাপ্রবাহের সূত্র-নির্ভর চরিত্রের ওপর নির্ভরশীলতার তত্ত্ব যতদিন অসাধারণ ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত গুণাগুণের প্রভাবকে উপেক্ষণীয় বলে ঘোষণা করবে, ততদিন পর্যন্ত এই ভর্ৎসনা তার প্রাপ্য। এই ভর্ৎসনা যে স্বাক্ষর রেখে গেল, তা গভীরতর তাৎপর্যমণ্ডিত এই কারণে যে নয়া মতবাদের ঐতিহাসিকেরা, আঠারো শতকের ঐতিহাসিক ও দার্শনিকদের মতই মানবপ্রকৃতিকে চরম অবস্থানে উন্নীত করেছেন যার থেকে উৎসারিত হয়েছে তারই নিয়ন্ত্রণাধীন ঐতিহাসিক প্রগতির সাধারণ সূত্রগুলি।

ফরাসী বিপ্লব আমাদের দেখিয়েছে যে মানুষের সচেতন কার্যকলাপই শুধু ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের গতিপ্রকৃতির নির্ধারণ করে না। সেই একই প্রবণতার শিকার মিগনেট, গুইজো ও অন্যান্য ঐতিহাসিকরা পাদপ্রদীপের আলোয় মেলে ধরেছিলেন হৃদয়াবেগসমূহের প্রভাবকে যেগুলি প্রায়শই মনের সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিঙড়ে দিয়েছিল। ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির চূড়ান্ত ও সর্বাত্মক কারণ হিসেবে যদি প্রবৃত্তিসমূহ বিবেচিত হয়ে থাকে, তাহলে সন্ত বিউভের সে প্রত্যয়ে ভুল কোথায় যদি তিনি বলেন যে ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল বর্তমানে আমরা যা জানি, ঠিক তার বিপরীতটিই হতো অবশ্য এক্ষেত্রে এটা সম্ভব হতো যদি সেরকম ব্যক্তিবর্গের সন্ধান পাওয়া যেতো যাঁরা ফরাসী জনগণের অন্তর্লোকে, পূর্বের উদ্দীপনাময় ভাবাবেগ ও অনুভূতির পরিপন্থী, নব অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করতেন।

এ প্রসংগে মিগ্‌নেট হয়ত বলবেন যে অন্যান্য সব প্রবৃত্তি ফরাসী জন-

সাধারণকে সে সময় উত্তেজিত করতে পারত না মানবপ্রকৃতিরই বিশেষ কতগুলো ধর্মের জন্য। এক হিসেবে, কথাটার মধ্যে হয়ত কিছুটা সত্য রয়েছে মনে হতে পারে। কিন্তু তাতে এই সত্যকথনের ওপর এক জবরদস্ত নিয়তিবাদের প্রলেপ রয়েছে বলে মনে হয় কারণ এই কথাটা তাহলে সে তত্ত্বের সঙ্গে তুলনীয় যেখানে বলা হয়ে থাকে মানবজাতির ইতিহাসের খুঁটিনাটি বিষয় মানবপ্রকৃতির সাধারণ গুণাবলীর দ্বারা পূর্ব-নিরূপিত। নিয়তিবাদের স্বরূপ এখানে প্রতিভাত হতো সাধারণের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের মিলিয়ে যাওয়ার পরিণতি হিসেবেই। ঘটনাক্রমে এটা প্রকৃতই সেই 'অবলুপ্তির'ই সুসংগত পরিণতি।

"যদি সমস্ত সামাজিক ঘটনাপ্রবাহ অপরিহার্য ও অবধারিত হয়ে পড়ে" এটা বলা হয়ে থাকে, "তাহলে আমাদের নিজস্ব কার্যকলাপ কোন তাৎপর্য বহন করে না।" এটা হচ্ছে একটি সঠিক ধারণার এক ভ্রান্ত বিশ্লেষণ। যা বলা উচিত এক্ষেত্রে তাহলো, 'যদি সবকিছুই সাধারণের ফলশ্রুতি হয়ে থাকে, তাহলে কার্যবিশেষের, আমার নিজস্ব প্রচেষ্টা সমেত—এর কোন গুরুত্বই নেই। সেই ধরনের সিদ্ধান্তের যথার্থতা রয়েছে বটে, তফাৎ এই যে এটা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়নি।

ইতিহাসের সর্বাধুনিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে তার বিশেষ কোন অর্থ দাঁড়ায় না কারণ সেই মতবাদের ব্যাখ্যায় ব্যক্তির ক্রিয়াবিশেষের ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগের ব্যাখ্যাকার ফরাসী ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনার ক্ষেত্রে এই প্রয়োগপদ্ধতি যথেষ্ট যুক্তিসংগত হয়ে দাঁড়ায়।

মানবপ্রকৃতিকে বর্তমান কালে ঐতিহাসিক বিকাশের চূড়ান্ত ও সবচাইতে সাধারণ কারণ হিসেবে বিবেচনা করা আর চলে না। যদি তা অনড়, অপরিবর্তনীয় হয়ে থাকে, তাহলে এটা ইতিহাসের সবচাইতে পরিবর্তনশীল গতিপথের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে না। যদি তা পরিবর্তনের অনুকূল হয়, তাহলে এর পরিবর্তনগুলো স্পস্টতঃ ঐতিহাসিক বিকাশের দ্বারা নিরূপিত হয়। বর্তমানে আমাদের উচিত উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশধর্মকে মানবজাতির ঐতিহাসিক প্রগতির চূড়ান্ত ও সবচাইতে সাধারণ কারণ হিসেবে গণ্য করা। এবং উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশই মানুষের সামাজিক সম্পর্কগুলোর মধ্যেকার পর্যায়ক্রম পরিবর্তনসমূহ স্থির করে থাকে। এই সাধারণ কারণের সঙ্গে সমান্তরালভাবে কাজ করছে বিশেষ কারণগুলি অর্থাৎ ঐতিহাসিক পরিস্থিতি যার মধ্য দিয়ে একটি জাতির উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশ ও অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় এবং চূড়ান্তস্তরে তা স্বয়ং সৃষ্ট হয় অন্যান্য জাতির একই উৎপাদিকা শক্তিগুলোর বিকাশের ফলেই, অর্থাৎ ঠিক একই সাধারণ কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

শেষ বিচারে, বিশেষ কারণসমূহের প্রভাব বৃদ্ধি পায় সুনির্দিষ্ট কারণ-গুলির সক্রিয়তায়। অর্থাৎ, জনপ্রতিনিধিদের ব্যক্তিগত প্রলক্ষণগুলি ও অন্যান্য আকস্মিক উপাদানের সৌজন্যে ঘটনাসমূহ চূড়ান্তস্তরে একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। সাধারণ ও বিশেষ কারণগুলির সক্রিয় ভূমিকার ক্ষেত্রে একক ব্যক্তিগত কারণগুলো কোন মৌল রূপান্তর ঘটাতে পারে না। অন্যদিকে, সেই সাধারণ ও বিশেষ কারণগুলিই সুনির্দিষ্ট ও বিশেষ কারণগুলির প্রভাবের অভিমুখ ও সীমানা নির্দেশ করে। অথচ, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ইতিহাস এক ভিন্নতর রূপ ধারণ করত যদি, তার ওপর প্রভাববিস্তার করছে যে সুনির্দিষ্ট কারণগুলো, তার পরিবর্তে ঐ একই স্তরের ভিন্ন ধর্মী কারণ-গুলো সক্রিয় থাকত।

মনাদ ও লামপ্রেখ্‌ট এখনো মানবপ্রকৃতি সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির লাগাম ধরে আছেন। লামপ্রেখ্‌ট্ প্রায়ই এবং বেশ দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করেছেন যে তাঁর মতে সামাজিক মানসিকতা হলো ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মূল কারণ। এটা হলো খুবই ভ্রমাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই বড় মাপের ভুলের জন্য—এমনিতে উচ্চপ্রশংসিত হলেও—সামাজিক জীবনের সামগ্রিকতাকে হিসেবের মধ্যে ধরে রাখার ইচ্ছেটা তাকে নিয়ে যেতে পারে একটা নীরস নিস্তেজ মানসিক ঔদার্যের বহুল বিস্তৃতির গাড্ডায় কিংবা সুসংগত বিষয়সমূহের মধ্যে বড়জোর কাবুলিৎজ্ এর মন ও অনুভূতির নিতান্ত আপেক্ষিক তাৎপর্যসূচক যুক্তি-তর্কে আশ্রয় পেতে পারে।

এখন আলোচ্য বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেওয়া যাক। একজন মহৎ মানুষের মহত্ব স্বীকৃত হয় শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা দান করে বলে নয়, বরং তিনি স্বীকৃতি পান তাঁর সেই প্রলক্ষণগুলির জন্য, যা তাঁকে যুগের সাধারণ ও বিশেষ কারণসমূহের ফলে উদ্ভূত বড় বড় সামাজিক চাহিদাগুলো পূরণে তাঁকে বেশ শক্তসমর্থ করে তোলে। তাঁর সেই সুপরিচিত "বীর ও বীরপূজা" নামক গ্রন্থে কার্লাইল মহৎ ব্যক্তিদের সূচনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এটা একটা যথার্থ বর্ণনা বটে। একজন মহৎ ব্যক্তি সঠিক অর্থেই, একজন সূচনাকারী বা প্রারম্ভিক উদ্যোগী ব্যক্তি কারণ তিনি অনেক আগেই অন্যদের চাইতে ভবিষ্যৎ আঁচ করতে পারেন এবং তাঁর ইচ্ছেগুলি অন্যদের চাইতে অনেক বলশালী। তিনি সমাজের মননধারার বিকাশের পূর্বতন স্তরে উত্থাপিত বৈজ্ঞানিক সমস্যা-গুলির সমাধান করতে পারেন। সামাজিক সম্পর্কসমূহের পূর্বতন বিকাশের পথে সৃষ্ট নয়া নয়া সামাজিক প্রয়োজনগুলো তিনি নির্দেশ করে থাকেন। এই সমস্ত চাহিদা মেটাবার ক্ষেত্রে তিনিই হন উদ্যোগী প্রাণপুরুষ। তিনি

একজন বীর এই অর্থে নয় যে তিনি বিষয়সমূহের স্বাভাবিক বিকাশ রোধ বা পরিবর্তন করতে পারেন। এই অর্থে তিনি বীর বলে গণ্য যে তাঁর কার্য-কলাপ হলো সেই অপরিহার্য ও অচেতন ধারার সচেতন ও অবাধ ও স্বাধীন অভিব্যক্তি। সেখানেই তাঁর সমস্ত তাৎপর্যের চাবিকাঠি। তাঁর সমগ্র শক্তির রহস্য। কিন্তু এটা হলো বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং রীতিমতো সমীহ আদায় করার মতো ক্ষমতার বিপুল সমারোহ।

ঘটনাসমূহের স্বাভাবিক ধারার অর্থটা আসলে কী? বিসমার্ক একদা মন্তব্য করেছিলেন যে আমরা ইতিহাস রচনা করতে পারি না। ইতিহাস সৃষ্টি হওয়ার সময় আমাদের অপেক্ষা করা উচিত। কিন্তু ইতিহাস কাদের দ্বারা সৃষ্ট? সামাজিক মানুষই ইতিহাস তৈরি করে। সেইলো তার একমাত্র উপাদান। সামাজিক মানুষ তার নিজস্ব সম্পর্ক অর্থাৎ সামাজিক সম্পর্ক-গুলি সৃষ্টি করে। কিন্তু তিনি যদি কোন সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক বিশেষযুগে গড়ে তোলেন এবং ভিন্নতর সম্পর্কগুলি রচনায় মনোনিবেশ না করেন, তাহলে অবশ্যই সেটা কোন বিশেষ কারণ ছাড়া সংঘটিত হতে পারে না। এটা আবার নিরূপিত হয় উৎপাদিকা শক্তিগুলোর অবস্থার দ্বারা।

কোন মহৎ ব্যক্তি সমাজের ওপর সেসব সম্পর্ক আরোপ করতে পারেন না যা এই সমস্ত শক্তির অবস্থার সঙ্গে আর পাল্লা দিতে পারে না কিংবা এখনও দিয়ে ওঠে না। এই অর্থে সত্যিই তিনি ইতিহাস রচনা করতে পারেন না এবং সে অর্থে বৃথাই তিনি তার নিজের সময়ের ঘড়ির কাঁটা অন্যত্র ঘোরাতে চেষ্টা করবেন। তাঁর পক্ষে সময়ের অতিক্রমণ ত্বরান্বিত করা সম্ভব নয় বা তাকে পিছিয়ে নিয়ে আসাও তাঁর পক্ষে অসাধ্য। এখানে লাম্‌প্রেখ্‌ট যথার্থ কথাই বলেছেন। এমনকি তাঁর ক্ষমতার শীর্ষে থেকেও বিসমার্ক জার্মানিকে প্রাকৃতিক অর্থনীতির যুগে ফিরিয়ে আনতে পারতেন না।

সামাজিক সম্পর্কগুলোর একটা নিজস্ব যুক্তি বিজ্ঞান রয়েছে। যেখানে জনগণ সুনির্দিষ্ট পারস্পরিক সম্পর্কগুলোর মধ্যে কালাতিপাত করছে, সেখানে তারা চিন্তা, অনুভব ও ব্যবহার করবে সুনির্দিষ্ট ভাবে এবং ভিন্ন-তরভাবে নয়। এই লজিকের বিরোধিতায় নিযুক্ত যে কোন জনপ্রতিনিধির প্রচেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। বস্ত্র সমূহের বিকাশের স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতি (সামাজিক সম্পর্কগুলোর একই স্বাভাবিক যুক্তিধারা) তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেবে। কিন্তু উৎপাদনের সামাজিক-অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন সমূহের কারণে আমি যদি জানি কোন্ পথে সামাজিক সম্পর্ক-গুলোর পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে, আমি সামাজিক মানসিকতার গতিপ্রকৃতি ও অভিমুখও জানতে পারি। ফলতঃ আমি এটাকে প্রভাবিত করতে সমর্থ।

সামাজিক মানসিকতাকে প্রভাবিত করার অর্থ ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে প্রভাবিত করা। অতএব, সে অর্থে **আমি এখনো ইতিহাস রচনা করতে পারি** এবং আমার কোন প্রয়োজন নেই এইটি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার।

মনাদ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে সত্যিকারের তাৎপর্যবহ ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি ও ব্যক্তিবর্গের গুরুত্ব রয়েছে শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলির বিকাশের প্রতীক হিসেবে। এটা একটা সঠিক ধারণা, তবে খুবই ত্রুটিপূর্ণভাবে উত্থাপিত। কিন্তু যেহেতু ধারণাটি যথার্থ সেখানে মহৎ ব্যক্তিদের ক্রিয়াকলাপের বিরোধিতায় মেতে ওঠার কোন যুক্তি নেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান ও অবস্থানসমূহের 'ধীরগতি আন্দোলনের' কারণে।

অর্থনৈতিক অবস্থাগুলোর মোটামুটি শ্লথগতিসম্পন্ন পরিবর্তন মাঝে-মাঝেই সমাজের সামনে তার প্রতিষ্ঠানগুলির অল্পাধিক তৎপরতার সঙ্গে পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে। সেই পরিবর্তন তার 'আপন-খেয়ালে' সংঘটিত হয় না। এর জন্য সর্বদাই জনগণের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। —যাঁরা এভাবে বড় বড় সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হন তাদের মধ্যে। সেসব মানুষ 'মহৎ' 'বড় মাপের' বলে চিহ্নিত হন যাঁরা অন্যদের চাইতে অনেক অনেক বেশী তৎপর হয়ে ওঠেন এসব সমস্যার সমাধানে। কিন্তু একটি সমস্যার সমাধান করার অর্থ কিন্তু কেবলমাত্র একটি 'প্রতীক' হওয়া নয় এবং এমনকি সমাধান হয়ে গেছে এমন একটি ঘটনা বোঝাবার চিহ্নও নয়।

আমরা মনে করি, অবশ্য যে মনাদ এই বিরোধিতার চিত্র তুলে ধরেছেন প্রধানত এই কারণে যে তিনি শ্রুতিমধুর ঐ 'ধীরগতি' শব্দটিকে সহৃদয়চিত্তে হাল্‌কাভাবে গ্রহণ করেছেন। এটা এমন একটা শব্দ যা বর্তমানকালের বহু বিবর্তনবাদী প্রায়শ যথেচ্ছ ব্যবহার করে আনন্দ পেয়ে থাকেন। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে সেই প্রবণতাকে নিগূঢ় অর্থে বোঝা যায়। নরমপন্থা ও ভদ্র আদবকায়দায় রপ্ত ভদ্রমহোদয়ের মহল থেকেই তার অনিবার্য উৎপত্তি। কিন্তু যুক্তিবিজ্ঞানের দিক থেকে বিষয়টি যে আদপেই টেঁকে না তা হেগেল প্রমাণ করে দিয়েছেন।

শুধুমাত্র প্রারম্ভিক ব্যক্তিদের জন্য নয়; এমনকি মহৎ ব্যক্তিদের কাছেও ব্যাপক বিশাল এক কর্মযজ্ঞের দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে, তাই নয়, এই দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে তাঁদের জন্য, যাঁদের চোখ রয়েছে দেখার, শোনার মতো কান আছে আর যাঁদের হৃদয়ে রয়েছে প্রতিবেশীদের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা। 'মহান' এই ধারণাটি আপেক্ষিক। নৈতিকতার বিচারে যে কোন মানুষ মহান হতে পারেন যিনি, বাইবেলের ভাষায়, "জীবন উৎসর্গ করেন তাঁর সুহৃদ্‌বর্গের জন্য।"

টীকা

প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল সাময়িক পত্রিকা **Nauchnoye Obozreniye** (সায়েন্স রিভিউ)-এর ১৮৯৮ সালে প্রকাশিতব্য তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায়।

১. সাময়িক পত্রিকা **Ruskya Mysl**-এর ১৮৯৬ সালে প্রকাশিতব্য এপ্রিল সংখ্যায় বুর্জোয়া উদারনীতিক ভি. এ. গোল্‌তসেভ-এর লেখা "অর্থনৈতিক বস্তুবাদ সম্পর্কে" নামক প্রবন্ধের উত্তর এটি। পৃঃ ১

২. ঐ বছরেই এস উশাকভের ছদ্মনামে প্লেখানভের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ঐ সাময়িক পত্রিকারই নবম সংখ্যায়—"ভি. এ. গোল্‌তসেভে-এর উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি"—এই নামে।

ঐ সাময়িক পত্রিকার একটি বর্তমান কপিতে কোণাকৃতি বন্ধনীর মধ্যে প্লেখানভের টীকা-টিপ্পনী রয়েছে। পৃঃ ৩

৩. **অধ্যাত্মবাদী**—সমাজতত্ত্বে অধ্যাত্মবাদী পদ্ধতির অনুগামীরা। সমাজ বিকাশের বিধিবিধানে বস্তুগত স্বভাবটাকে এঁরা স্বীকার করতেন না। ইতিহাস বলতে এঁরা বুঝতেন বীরবৃন্দের "বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের" ব্যক্তিগত কীর্তিকলাপ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাশিয়ায় সমাজতত্ত্বে অধ্যাত্মবাদী পদ্ধতি-প্রক্রিয়ার প্রতিভূস্বরূপ ছিলেন উদারনীতিক নারোদনিকরা, এন কে মিখাইলোভস্কি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। পৃঃ ৭

৪. প্লেখানভ এখানে আই. এস. তুর্গেনিভ-এর গল্প "**Hamlet of Schigrov Uyezd**"-এর কথা বলছেন। পৃঃ ৭

৫. **আকাকিল আকাকিয়েভিচ**—গোগোলের গল্প "এ গ্রেটকোটের" একটি চরিত্র। পৃঃ ১৪

৬. ১৮৭০-৭১ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হয়েছিল। পৃঃ ১৭

৭. **Le Globe**—১৮২৪ সালে প্যারিতে প্রতিষ্ঠিত একটি সাময়িক পত্রিকা। পৃঃ ২৩

৮. **অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ** (১৭৪০-৪৮) চালিয়েছিল অস্ট্রিয়া। প্রাশিয়া, স্পেন, ফ্রান্স ও কয়েকটি জার্মান ও ইতালীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে

বৃটেন, হল্যান্ড ও রাশিয়ার সমর্থন লাভ করেছিল অস্ট্রিয়া। সম্রাট ষষ্ঠ কার্লের মৃত্যুর পর অস্ট্রিয়ার বিরোধী রাষ্ট্রগুলো অস্ট্রিয়ার কিছু অংশ দাবি করেছিল। এই যুদ্ধে অস্ট্রিয়া শিল্পসমৃদ্ধ সিলেসিয়ার অনেকাংশই হারিয়ে বসেছিল। প্রাশিয়া ও ইতালীর কয়েকটি অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ঐসব জায়গা। পৃঃ ২৪

৯. নেদারল্যান্ডস্-এর যে সব অংশ ফ্রান্স নিজের এলাকার সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিল, সেগুলো ছেড়ে দিতে হয়েছিল, Aix-la-Chapelle-র শান্তি-চুক্তির সর্ত অনুসারে। পৃঃ ২৪

১০. **সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ** (১৭৫৬-৬৩) হয়েছিল যে দু-পক্ষের মধ্যে, তাদের একদিকে ছিল প্রাশিয়া, বৃটেন ও পর্তুগাল, আর, অন্যদিকে ছিল ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, স্যাকসনি ও সুইডেন। যে সিলেসিয়াকে অস্ট্রিয়ান উত্তরাধিকার যুদ্ধে হারিয়েছিল অস্ট্রিয়া, তাকে ফিরে পাবার জন্য তার চেষ্টা, আর, কানাডায় ও ভারতবর্ষে উপনিবেশ নিয়ে ইংগ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা—এইসব ছিল ঐ সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ বেধে যাওয়ার প্রধান কারণ। এই যুদ্ধে বৃটেন লাভ করে কানাডা ও ভারতবর্ষ। পৃঃ ২৪

১১. রাশিয়ায় তৃতীয় পিটারের সিংহাসনারোহণ প্রাশিয়ার সিলেসিয়াকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করে দেবার পথ সুগম করেছিল। তিনি দ্বিতীয় ফ্রেডেরিককে সম্মান করতেন, প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে অসম্মত হন। পৃঃ ২৬

১২. রাজা ষোড়শ লুই, ১৭৯৩ সালের ২১শে জানুয়ারি গিলোটিনে প্রাণ হারান। পৃঃ ৩৪

১৩. **গিরোঁদা দল**—ফরাসী বিপ্লবে বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর একটি দল। পৃঃ ৩৪

১৪. **থার্মিডোর পর্বের প্রক্রিয়া**—১৭৯৪ সালের ২৭ জুলাই (৯ থার্মিডোর) তারিখে ফ্রান্সে প্রতিবিপ্লবী "ক্যু" হবার পর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার পর্ব চলেছিল। এতে জ্যাকোবাঁ দলের একনায়কত্বের অবসান ঘটে। আর তার নেতা রবস্পেয়ারের প্রাণদন্ড হয়? পৃঃ ৩৪

থার্মিডোর, ফ্লেরিল, প্রাইরিয়াল, মেসিডোর, ব্রুমেয়ার প্রভৃতি মাসের নাম রিপাবলিক্যান পঞ্জিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় ১৭৯৩ সালের শরৎকালে।

১৫. **আর্কোলের যুদ্ধ**—ফ্রান্স আর অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীর যুদ্ধ ১১৭৬ সালে ১৫-১৭ নভেম্বর তারিখে হয়। পৃঃ ৩৫

১৬. **১৮ ব্রুমেয়ার** (৯ নভেম্বর), ১৭৯৯। এই তারিখে নেপোলিয়ন বোনা-পার্টের ক্যু দেতা হয়। ডিরেক্টরি শাসনকে খতম করে দিয়ে তার জায়গায় কনস্যুলেট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে ফরাসি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। পৃঃ ৩৫

১৭. **ডিরেক্টরি শাসন**—৯ থার্মিডোর (২৭ জুলাই) তারিখের ক্যু হবার পর ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত সরকার। এর মেয়াদ ছিল ১৭৯৫ সালে অক্টোবর থেকে ১৭৯৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত। পৃঃ ৩৫